NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের মধ্যে সেতু ছিল 'শান্তিনিকেতন'

বেসরকারি স্কুলকে লিজে জমিদেওয়া থেকে পিছু হটল ভাটপাড়া পুরসভা ৩

কলকাতা ৫ অক্টোবর ২০২৩ ১৭ আশ্বিন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.10.2023, Vol.17, Issue No. 116, 8 Pages, Price 3.00

আজ রাজভবনে থাকছেন না রাজ্যপাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস রাজভবন অভিযানের ডাক দিলেও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস-এর সঙ্গে তাদের দেখা হবে না, কারণ আজ রাজ্যপাল রাজভবনে থাকছেন না। রাজ্যপাল কেরলের কোচি থেকে বুধবার নতুন দিল্লিতে পৌঁছেছেন বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও দিল্লিতে তার কি কর্মসূচি রয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। আজ তিনি কলকাতায় ফিরবেন কি না সেটাও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, দিল্লি থেকেই উত্তরবঙ্গের বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন রাজ্যপাল।

নিয়োগ মামলায় রুজিরাকেও তলব ইডি-র

সোমবার তলব অভিষেককেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩ অক্টোবর হাজিরা এড়ানোর পর এবার ফের নিয়োগ মামলায় তলব করা হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইডি সূত্রে খবর, অভিষেকের পাশাপাশি নোটিস দেওয়া হয়েছে তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। নিয়োগ মামলায় এই প্রথমবার রুজিরাকে তলব করা হল। আগামী ৯ অক্টোবর অভিষেককে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এছাড়া আগেই তলব করা হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৬ ও ৭ অক্টোবর তাঁদের হাজিরা দেওয়ার কথা। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা নির্দেশ দেওয়ার পরই নতুন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। ৩ অক্টোবর অর্থাৎ গত মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অভিষেকের। কিন্তু মঙ্গলবার দিনভর দিল্লিতে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন অভিষেক। হাজিরা এড়িয়ে গেলেও ডিভিশন বেঞ্চে একটি মামলা করেন তিনি। এরপরই অভিষেককে ফের নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে।

গুলির লড়াইয়ে নিহত ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৪ অক্টোবর: বুধবার কুলগাম জেলায় পুলিশ এবং সেনার যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে দুই জঙ্গি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সূত্র মারফৎ জঙ্গিদের গতিবিধির কথা জানতে পেরে বুধবার ভোর থেকে কুজ্জর এলাকায় চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছিল। সেই সময়ই গুলির লড়াই শুরু হয়।

ভেসে গিয়েছে সেনা ছাউনি, বহু বাড়ি, রাস্তা, নিখোঁজ ২৩ জওয়ান

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভয়াল রূপে তিস্তা

সবরকম সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতার

গ্যাংটক, ৪ অক্টোবর: মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত সিকিম। প্রবল বৃষ্টিতে হ্রদ ফেটে কয়েক ঘণ্টায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সিকিমে। পাহাড় আর সমুদ্রের ছায়ায় আপাত শান্ত যে তিস্তাকে দেখতে অভ্যস্ত ভ্রমণার্থীরা, সেই তিস্তা এখন প্রবল গর্জনে ফুঁসছে। তার রোষে ভেসে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। ভেসে গিয়েছে বাড়ি-গাড়ি, বেশ কিছু সেনাছাউনিও। সেনা সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত খোঁজ নেই ২৩ জন সেনা জওয়ানের। খোঁজ মিলছে না উত্তর সিকিমের বহু গ্রামের বাসিন্দাদেরও। বুধবার ভোরে এই উত্তর সিকিমেই আচমকা নেমে আসে বিপর্যয়। জওয়ানদের নিখোঁজের খবরে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের তরফে সমস্ত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সিকিমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ লোনক হ্রদের উপরে মেঘ ফেটে যায়। এই দক্ষিণ লোনক হ্রদ আসলে হিমবাহের বরফগলা জলে তৈরি হ্রদ। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সেই হ্রদ ফেটে হুড়মুড়িয়ে জল নামে তিস্তায়। জলের চাপ সামাল দিয়ে অতিরিক্ত জল ছাড়তে হয় চুংথামের কাছে তিস্তার বাঁধ থেকে। বাঁধ বাঁচাতে ছেড়ে দেওয়া সেই জলের তোড়েই ভেসে যায় উত্তর সিকিম। সেনা সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, হঠাৎ ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চতায় জলের স্রোত নামে তিস্তায়। এক ধাক্কায় বেড়ে যায় জলস্রোত। সেই জলই ভাসিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা, ঘর, বাড়ি, গাড়ি; সব কিছু। বন্যার তোড়ে ভেসে যায় লাচেন উপত্যকা। এই জলের তোড়ে ধস নামে উত্তর সিকিম জুড়ে। ভেসে যায় জাতীয় সড়ক, অন্যান্য রাস্তাও। কোথাও রাস্তা মাঝখান থেকে ভেঙে দু'খান হয়ে গিয়েছে, কোথাও আবার ঢালাই করা রাস্তার ৯০ শতাংশ ধসে পড়েছে নদীতে। সেনা সূত্রে খবর, উত্তর সিকিমের সিংতামের কাছে বরদাংয়ের সেনাছাউনিতে কাদাজলের নীচে ডুবে গিয়েছে সেনাবাহিনীর ৪১টি গাড়ি। ডুবে গিয়েছে ছাউনিও।

বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষকে নিরাপদে রাখার নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যার ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশী সিকিমে বন্যার প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং-এর বিস্তীর্ণ এলাকায়। সড়ক যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজ্যের বহু পর্যটক সিকিমে আটকে রয়েছেন বলে খবর। উত্তরবঙ্গেও বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। এমত অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষকে নিরাপদে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি বন্যাবিধ্বস্ত সিকিমের প্রশাসনকে সবরকমের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।পায়ের চোটের জন্য বাড়িবন্দি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতেই তিনি জানিয়ে দিলেন, 'সব ছুটি বাতিল।' বাড়ির চৌহদ্দিতে থাকলেও তিনি নিজে দিনে ২৪ ঘণ্টা সমস্ত প্রশাসনিক কাজ সামলাবেন। সেই সঙ্গে রাজ্যে জরুরি পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বিভাগগুলিতেও ছুটি বাতিল হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরেই নবান্নের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। এদিন তিনি টেলিফোনে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বিদ্যুত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন। রাজ্যের সিনিয়র আইএএস অফিসারদের একটি দলও উত্তরবঙ্গের দিকে রওনা হয়েছে। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার থেকে তিস্তা সংলগ্ন একাধিক এলাকায় এনডিআরএফের চারটি দলের পাশাপাশি, সাত কোম্পানি এসডিআরএফ মোতায়েন করা হয়েছে। আরও দু কোম্পানি এনডিআরএফ মোতায়েন করা হচ্ছে। রঙপোতে আটকে থাকা একটি পরিবারকে সেনার সহায়তায় উদ্ধার করা হয়েছে। সিকিম সংলগ্ন কালিংপং-এ ১৪ জন এখনও নিখোঁজ। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু এলাকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এখনো পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বন্যা বিধ্বস্ত সিকিমের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং এই তিন জেলাশাসককে প্রতিবেশী রাজ্যের সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ে রেখে বন্যা মোকাবিলায় কাজ করতে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পরিস্থিতি নিয়ে সিকিমের মুখ্য সচিব এরাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। সেখানে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কাজ করার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের তরফে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ০৩৩-২২১৪৩৫২৬ ও ১০৭০-এই নম্বরে ২৪ ঘণ্টার ওই কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করা যাবে। পর্যটন দপ্তরের তরফেও পৃথক কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। ১৮০০-২১২-১৬৫৫ ও ৯০৫১৮৮৮১৭১ এই দুটি নম্বর চালু হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলায় কন্ট্রোলরুম চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী খোদ বন্যাপরিস্থিতির ওপর নজরদারি করছেন। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের একাংশের নীচু এলাকা থেকে মানুষকে সরানোর কাজ চলছে। ৬৫৭২ জন মানুষকে ৩৯ টি ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ওই পাঁচ জেলার ৪ হাজার ৪৭৭ জন মানুষকে ১৭৮ টি ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। ত্রাণ শিবিরে যাতে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ যাতে না ছড়ায় সেজন্য ত্রাণ সামগ্রীর সঙ্গে মশারিও বিলি করতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত ওষুধও মজুত রাখতে বলা হয়েছে।

'সব ছুটি বাতিল'

নথির তথ্যে সন্তুষ্ট না হলেই তলব অভিষেককে

ইডিকে প্রস্তাব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নথির তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে তবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হোক, ইডিকে প্রস্তাব দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে একই সঙ্গে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অমৃতা সিংয়ের নির্দেশের উপরে কোনও স্থগিতাদেশও দেয়নি। বিচারপতি সিংয়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। তাঁর যুক্তি ছিল, তদন্ত নিয়ে ইডিকে যে নির্দেশ বিচারপতি দিয়েছেন, তা সরাসরি তাঁর স্বার্থকে প্রভাবিত করছে। অথচ যে মামলায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি কোনওভাবে যুক্ত নন। বুধবার অভিষেকের এই

আর্জিতে সাড়া দেয়নি ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঙ্গলবার ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। পরে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চও বলেছিল মঙ্গলবার তদন্ত প্রক্রিয়া যাতে ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অভিষেক অবশ্য ইডি দপ্তরে যাননি। বরং তিনি সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, বেঞ্চ ওই নির্দেশ দিতে পারে না। অভিষেকের সেই আবেদন বুধবার ওঠে ডিভিশন বেঞ্চে। ডিভশন বেঞ্চ অবশ্য বুধবার কোনও নির্দেশ দেয়নি। তারা একটি প্রস্তাব রেখেছে। হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়া উচিত নয়। তবে আপাতত ইডি যে নথি চেয়েছে, তা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিন অভিষেক। ইডির যদি সেই নথি মনঃপুত না হয়, তখন নয় তাঁরা আবার অভিষেককে তলব করার কথা ভাবতে পারেন।

শহরে ফিরেই বিজেপির বিরুদ্ধে চড়া সুরে আক্রমণ অভিষেকের

ঘোষিত আজ রাজভবন অভিযানের কর্মসূচিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি অভিযান সেরে কলকাতায় ফিরেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর দেখা পাননি। কলকাতায় ফিরে তাই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সেই রাজভবন অভিযান কর্মসূচি বিশদে ব্যাখ্যা করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন কত জনকে নিয়ে রাজভবনে ঢুকে কী কী করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। সেই সঙ্গে দিল্লির কৃষিভবনে কী কী হয়েছে তার সিসিটিভি ফুটেজও দেখানোর দাবি করেছেন অভিষেক।

মঙ্গলবার সন্ধেয় কৃষিভবন থেকে আটক করা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের গোটা প্রতিনিধি দলকে। গিরিরাজ সিংরা অভিযোগ তুলছেন, তৃণমূল ঝামেলা পাকাতে গিয়েছিল দিল্লিতে। তারপর এদিন সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক।

অভিষেক বললেন,গিরিরাজ সিং যে দাবি করছেন, তা এক মিনিটে নস্যাৎ হয়ে যাবে সিসিটিভি ফুটেজ রিলিজ করলে। যে সিসিটিভি ফুটেজ কৃষিভবনে আছে, সেটা তৃণমূল সরকারের অধীনে পড়ে না। ওটা সিআইএসএফ, দিল্লি পুলিশ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে পড়ে। দায়িত্বে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। অভিষেক বললেন, 'আমরা যদি ঝামেলাই করতে যেতাম। আমাদের ওখানে পাঁচ হাজার লোক ছিল। সভা শেষের পর প্রত্যেককে বলা হয়েছিল, কেউ যাতে না যায় সেখানে। প্রতিনিধি দলে যাঁদের নাম আছে, কেবল তাঁরাই যাবেন। প্রত্যেকের পরিচয়পত্র চেক করে কৃষিভবনে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। কৃষিভবনে যখন এই ৪০ জন ঢুকেছিল, তাঁরা যদি প্রতিনিধিদলের সদস্য না হয়, তাহলে ঢুকতে দিল কেন? সবার তো নাম, আইডি দেখে, চেক করে তারপর ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে ডকুমেন্টেড মেল রয়েছে।'

অভিষেকের বক্তব্য, 'প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা বসে থাকার পর যখন সাংসদদের পাঠানো হল, তখন সিআইএসএফের যে আধিকারিকরা ছিলেন, তাঁরা জানালেন, এইমাত্র প্রতিমন্ত্রী বেরিয়ে গেলেন। পিছনের দরজা দিয়ে উনি চলে গেলেন। উনি যদি অপেক্ষাই করে থাকেন, আমরা তো অপেক্ষা করার সময় চারটে ফেসবুক লাইভ করেছি। উনি করেননি কেন? আমাদের প্রতিনিধিরা কতবার তাঁর অফিসের বাইরে গিয়ে ফলো আপ করেছেন, সেই সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হোক না।'

অভিষেকের বক্তব্য, 'মহুয়া মৈত্র থেকে শুরু করে বীরবাহা হাঁসদা, দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল, শান্তনু সেন, সৌগত রায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুকুর-বিড়ালের মতো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতির অভিযোগ করা হচ্ছে, অথচ দেখা করতে গেলে পালিয়ে যাচ্ছে। সময় চাইলে দিচ্ছে না। দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে, বলুন কোথায় দুর্নীতি হয়েছে। তদন্ত হোক। দু'বছরে এফআইআর হয়নি কেন? বিজেপির কেউ থানায় গিয়ে এফআইআর করল না কেন? এফআইআর করলে তো পুলিশ তদন্ত করবে।'

অভিষেক বললেন, বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি রাজ্যপাল। তাঁর চোখ ও কান দিয়ে কেন্দ্র রাজ্যকে দেখে ও রাজ্যের খবরাখবর নেয়। তিনি যখন থেকে রাজ্যপালের পদে বসেছেন, তিনি অনেক কথা বলেছেন। গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত। গণতন্ত্রের জন্য কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ। আমরা আশা করি, গতকালের ঘটনা দেখে তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছেন, যে বাংলার প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন, সেই বাংলার মানুষদের উপর কীভাবে নির্মমভাবে অত্যাচার বিজেপি শাসিত দিল্লি পুলিশ করেছে।

আবগারি মামলায় ধৃত আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: দিল্লির আবগারি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং গ্রেপ্তার। অর্থ তছরুপের অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সঞ্জয়ের বাড়িতে দিনভর তল্লাশির পর তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। এই আবগারি মামলায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। এ বার কেন্দ্রীয় সংস্থার জালে দলের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংও। সকালে সঞ্জয়ের বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কেজরি। তিনি বলেছিলেন, 'গত এক বছর ধরে আবগারি দুর্নীতি নিয়ে অনেক কথা শুনছি আমরা। এত দিন ধরে এক হাজারেরও বেশি তল্লাশি অভিযান চলেছে। কিন্তু এখনও এক পয়সাও উদ্ধার হয়নি।' যদিও ইডির হাতে দলের নেতার গ্রেপ্তারির পর তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। সঞ্জয়ের গ্রেপ্তারির পর দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব আপকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ একটা বিষয় পরিষ্কার। সত্যকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। সঞ্জয় সিংয়ের পর অরবিন্দ কেজরিওয়াল।' আবগারি দুর্নীতি

মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে দফায় দফায় প্রায় ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করছিল সিবিআই। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডিও। তার পর থেকে একাধিক বার জামিনের আবেদন করেছিলেন সিসোদিয়া। কিন্তু প্রতিবারই তা খারিজ হয়ে গিয়েছে।

আরও সস্তা উজ্জলা গ্যাস

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরাট চমক কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্যাসের দাম আরও ১০০ টাকা কমানো হল। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। অগস্ট মাসের শেষেই রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই সঙ্গে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসে বাড়তি ২০০ টাকা করে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এবার উজ্জ্বলার সেই বাড়তি ছাড় আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানালেন, উজ্জ্বলা যোজনার ক্ষেত্রে বাড়তি ছাড় ২০০ টাকার বদলে ৩০০ করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ২৭/০৯/২৩ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা, কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি Harun Ali Rasid ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abjular Rahim Mallick ও A. Rashid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৪/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sankar Singha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nakul Chandra Singha ও N. C. Singha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী
গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬১২ নং এফিডেভিট বলে Ersadul Rahaman S/o. Anikul Rahaman ও Ersadul Rahman S/o. Late Anikul Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী
গত ১৪/০৮/২৩ S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে ১৫৪৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Asit Mete ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kachiram Mete ও Kalicharan Mete of Paschimpara, Nimdangi, Pursurah, Hooghly-712414, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৩/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sujal Kumar Mukherjee ও S. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৩/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kartick Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manik Chandra Das ও M. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৩/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Laltu Dolui ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Dolui ও B. DA;UI সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত 11/09/2023 তারিখে মাননীয় Judicial Magistrate (1st Class) Midnapur কোর্টে ১৩৮৮৫ নং এফিডেভিট মূলে আমি Shankar Bag S/o. Mohan Bag. Vill- Shyam Nagar, P.O.- Malighati. Shankar Bag, S/o.- Mohan Bag এবং Sankar Bag S/o Mohan Bag একই ব্যক্তি হইতেছি তাহা সকলের অবগতির জন্য জানানো হইল।

I, Lal Mahmmad Miya S/o Late Mozahir Miya of village Khonra ward No.14, PO Mansingha, East Champaran, Bihar, Pin- 845431 do here by declare that inadvertentaly my name has been recorded as Lal Mohammad Miyan S/o Late Mozahir Miyan instead of Lal Mahmmad Miya S/o Late Mozahir Miya in my Service record henceforth I will be known as Lal Mahmmad Miya S/o Late Mozahir Miya vide affidavit 3562 dt. 29/05/2023 in the court of Ld. Judicial Magistrate First Class at Alipore.

নাম পরিবর্তন
আমি, **SNEHIL**, পিতা- মুকেশ কুমার, সাউথউইন্ডস, ব্লক - ৪, লবি - ২, ফ্ল্যাট নং -৮০৬, ঘোষালপাড়া রোড, পোস্ট - হরিণাভি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৮ (পঃবঃ) এর বাসিন্দা এবং এতদ্বারা ৩০.০৮.২০২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণী, আলিপুর, কলকাতা – ৭০০০২৭ -এ দাখিল এফিডেভিট সাপেক্ষে ঘোষণা করছি যে এখন থেকে আমি **SNEHIL KUMAR** নামে পরিচিত হব। আমি উক্ত এফিডেভিট দ্বারা আরও ঘোষণা করছি যে **SNEHIL** এবং **SNEHIL KUMAR** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

DECLARATION
I, Md. Shakeel Ahmed, son of Late Md. Mustaque Ahmed, of 20/1, Nanda Ghosh Road, P.O. - Howrah, P.S. - Golabari, Dist. - Howrah, Pin - 711101, W.B., my name has been wrongly recorded as Shakeel Ahmed instead of Md. Shakeel Ahmed in my daughter's (Farhat Parween) School Certificates, and rectified vide an affidavit sworn before the Ex. Magistrate at Howrah on 19/09/2023. Md. Shakeel Ahmed and Shakeel Ahmed are the same and one identical person.

নোটিশ
আমার মক্কেল দুর্বা ব্যানার্জ্জী স্বামী মৃত বারীন্দ্র ব্যানার্জ্জী একখানি ওরিজিনাল দলিল নং ৩৫৮৭/২০০২ রেজিষ্ট্রী অফিস এ.ডি.এস. আর. বিধাননগর যাহা হারাইয়া ফেলেন যাহা লেক টাউন থানায় ডায়েরি করা হয়েছে নং ১৯২/২০২৩ তারিখ ০৩.১০.২০২৩।

কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপরোক্ত জমির উপর কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকে তাহা হইলে প্রয়োজনীয় প্রমানপত্র লইয়া নিম্ন নম্বরে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কাহারো কোন দাবী/আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাক্ষর
শৌভিক মাজী
এ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট, কোলকাতা
এনরোলমেন্ট নং-ডব্লু বি/১৩৯৩/২০০৯
মোবাইলঃ ৯০৩৮২৭০৮৯৮

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৫ ই অক্টোবর, ১৭ ই আশ্বিন। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবির মহাদশা ।বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি , অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি ,টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি।গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন ? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে ? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ -তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপর অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। ।মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যের বাইরে থেকেও কলকাতার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বাইরে থেকেও কলকাতার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ডেঙ্গুতে যাতে রাজ্যে একটিও প্রাণহানি না হয়, তা নিশ্চিত করতে নজরদারি আরও কঠোর করতে এবং প্রয়োজনে সপ্তাহে সাতদিন ২৪ ঘণ্টা করে কাজ করতেও প্রশাসনকে আগেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, মনরেগা প্রকল্পের বকেয়া আদায়ের দাবিতে ২-৩ অক্টোবর তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লিতে ছিলেন মেয়র। এই অবস্থাতেও কলকাতার টানা বৃষ্টিতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছেন আধিকারিকদের সঙ্গে এবং দিচ্ছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কলকাতার বেশ কিছু এলাকায় ইতিমধ্যেই জল জমার খবর পেয়েছেন তিনি। বুধবার সকালেই কলকাতায় সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় ফিরেই তার প্রথম কাজ হবে পুরসভায় পৌঁছে

সমগ্র পরিস্থিতিকে খতিয়ে দেখা। ফিরহাদ হাকিম বলেন, বউবাজার, এজেসি বোস রোড আর বেহালায় জল জমে আছে। বাকি জায়গায় জল বার করেছি। পাম্পিং স্টেশন সব কাজ করছে। তিনি বলেন, আমাদের আশঙ্কা ছিল, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এলাকায় জল জমবে কিন্তু সেখানে জল জমেনি। আরও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাই আমরা সতর্ক রয়েছি। তাঁর মন্তব্য, ডিভিসি আবার জল ছাড়লে দক্ষিণবঙ্গর অবস্থা খারাপ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে।

বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল জীবন মিশনের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে পূরণ করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। কাজের গতি বাড়াতে পাম্পিং স্টেশন ও জল শোধনাগার নির্মাণে জমি কিনে নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের গতি ব্যাহত হচ্ছে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সরকারের কাছে রিপোর্ট দিয়েছে। তারপরেই প্রকল্পে গতি আনতে বাজার থেকে জমি কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভা নদিয়ার রানাঘাট, চাকদায় বাজার থেকে জমি কেনার অনুমতি দিয়েছে। ওই জমি কিনতে ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার বেশি খরচ হবে।

জলজীবন মিশনের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামবাংলার ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫৩ হাজার বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছনোর কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৭৭টি বাড়িতে পাইপলাইনের জল পৌঁছেছে। যার পরিমাণ মোট লক্ষ্যমাত্রার ৩৮.২২ শতাংশ। আরও প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ ৩২, ৬২২টি বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছনোর কাজ বাকি। সব মিলিয়ে প্রায় ৬১.৭৮ শতাংশ কাজ এখনও বাকি।

এর আগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করছে। ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যাতে রাজ্যে প্রতিটি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের পূর্ত, সেচ, ক্ষুদ্র সেচ ও জনস্বাস্থ্যে কারিগরি দপ্তরকে যৌথভাবে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রেল, জাতীয় সড়ক এবং কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে। নতুন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেই সমন্বয় রক্ষার পথ সুগম হবে।

রাজ্যে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দিতে খরচ হবে ৫৮ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষেই খরচ হয়েছে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। মোটের ওপর কাজ হয়েছে ৬১ শতাংশ। যেখানে জাতীয় গড় হল ৬০ শতাংশ। তবে দার্জিলিং, মালদা, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার মতো জেলায় কাজ হয়েছে ১৭ থেকে ২৪ শতাংশ। যে সব জেলায় কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়, সেই সব জেলায় কাজে গতি আনতে মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। গোটা দেশে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

সেখানে প্রতিবেশী বিহারে ৯৬.৪০ শতাংশ বাড়িতে ইতিমধ্যেই পাইপের জল পৌঁছে গিয়েছে। ওড়িশাও বাংলার থেকে অনেকটা এগিয়ে। সেখানে প্রায় ৬৫ শতাংশ বাড়িতে পাইপের জল পৌঁছেছে।

বুধবার হাওড়ার ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের ল্যাব জার্নাল 'দৃষ্টিকোণ' এর প্রথম সংখ্যা উদ্বোধন হলো।

সোমবার হয়ে গেলে হাওড়া জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

বনস্পতি দে

হাওড়া: হাওড়া জেলা আমন্ত্রণ মূলক সতোকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ অনুষ্ঠিত হল গত সোমবার। উদ্যোগে ছিলেন বিশিষ্ট প্রশিক্ষক সুব্রত মণ্ডল। সোমবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারা হাওড়া জেলা সতোকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয় শিবালয় লজ ষষ্ঠীতলা সাঁপুইপারা পাড়ায়।

হাওড়া জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ মোট ১৯০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। হাওড়া জেলার প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভা থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ছোট থেকে বড় সব প্রতিযোগী এখানে আসেন। বিশিষ্ট ক্যারাটে প্রশিক্ষক সুব্রত মণ্ডল বলেন, জুনিয়র- সিনিয়র বিভাগের মার্শাল আর্টের কাতা, ও কুমেতে, এই দুই কৌশলের প্রদর্শন করেন প্রতিযোগিরা। প্রতিযোগিতায় ছয় রকম কৌশল দেখানো হয়।

সুব্রত মণ্ডল জানালেন, এই প্রতিযোগিতায় যারা নির্বাচিত হচ্ছেন তাঁরা পরবর্তীকালে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। যোগ্য প্রতিযোগীদের পাঠানো হবে। বলেন, 'আমি চাই ছাত্রছাত্রীরা যাতে ক্যারাটে শিক্ষা নিজেদের আত্মরক্ষায় কাজে লাগাতে পারে। তারা দেশের নাম উজ্জ্বল করুক। বিশ্বের দরবারে প্রতিটি ঘরে ঘরে ক্যারাটে পৌঁছে দিতে চাই। রাজ্য সরকার অনেক সহযোগিতা করেছেন। ক্যারাটে তে উন্নতি হচ্ছে। ক্রমশ আমাদের রাজ্যের স্কুলে স্কুলে ক্যারাটে ছড়িয়ে পড়ুক রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করি।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি দেবব্রত মণ্ডল পঞ্চায়েত প্রধান সাঁপুইপারা পাড়া বাসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজীব দাস, সৌরভ কর্মকার, রোহন শাসমল, এম.ডি. শামসেড় খান, সঙ্গীতা অধিকারী, জিৎ সামন্ত, বিশেষ অতিথি দিলীপ জানা, কোশিরঞ্জন মণ্ডল, ডোমজুড় বিধানসভার বিধায়ক কল্যাণ কিয়োশি ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য(ব্ল্যাক বেল্ট,৭ম ডান) প্রমুখ ও বিশিষ্ট জনেরা। হাওড়া জেলার ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের লোকজন সহ বিশিষ্টরা প্রতিযোগিতা দেখতে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়।

বন্দে ভারতের স্লিপার কোচ,আসছে ২৪-এই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'বন্দে ভারত' সেমি হাইস্পিড ট্রেনটি শুরু থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতদিন মূলত চেয়ার কারের সুবিধা থাকলেও আগামী বছরেই এই ট্রেনে শয্যাবিশিষ্ট কামরা চালু করতে চলেছে। সেই ঝাঁ চকচকে স্লিপার কোচের ছবি প্রকাশ করল পূর্ব রেল।

দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রার জন্য স্লিপার কোচ বিশেষ আরামদায়ক হবে। বিশেষত যাঁরা বেশিক্ষণ বসতে পারেন না বা বয়স্ক, তাঁদের বিশেষ সুবিধা হবে। ওপরের বার্থে পৌঁছানোর জন্য আরামদায়ক সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকছে। ভারতীয় রেলওয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির ৪০০টি বন্দে ভারত ট্রেন (স্লিপার সংস্করণ) তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে।

মায়ের আশীর্বাদ নিতে দক্ষিণেশ্বরে মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বঙ্গ সফরে এসে বুধবার সাতসকালে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। শক্তি মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত আরএসএস শিব মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দির দর্শন করেন। তারপর রামকৃষ্ণ ও মা সারদার ঘরে গিয়ে তিনি বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান । মা ভবতারিণী মন্দিরে প্রায় ৩০ মিনিট কাটিয়ে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

যদিও আরএসএস প্রধান এদিন সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আরএসএস প্রধানের পুজো দেওয়া ঘিরে এদিন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

দিল্লিতে পুলিশের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছিল এটা রাজতান্ত্রিক দেশ: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'দিল্লিতে পুলিশের ভূমিকা নিন্দনীয়। দেখে মনে হচ্ছিল এটা গনতান্ত্রিক দেশ নয়। যেন রাজতান্ত্রিক দেশ। ' বুধবার বেলায় জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর এলাকায় কর্মীদের ডাকে হাজির হয়ে দিল্লির প্রশাসনকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে দুদিন ব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল ঘাসফুল। আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার সন্ধেয় কেন্দ্রীয় গ্রামীণ প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল অভিষেক নেতৃত্বাধীন তৃণমূল প্রতিনিধি দলের। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেখা করেন নি। উল্টে দিল্লি পুলিশ কৃষিভবন থেকে অভিষেক-সহ তৃণমূল নেতাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে আটক করেছিল। এদিন সাংসদ অর্জুন সিং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দিল্লীতে তাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে দেওয়া হয়নি। দিল্লী পুলিশ দলীয় নেতৃত্বের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। সাংসদের দাবি, এটা ছিল বাংলার মানুষের দাবি-দাওয়ার আন্দোলন। কেন্দ্রের কাছে ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশি পাওনা আছে।

সেই টাকা আদায়ে তারা দিল্লিতে গিয়েছিলেন। তবে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন জারি থাকবে বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মামুদপুরের রামচন্দ্রপুরে আলোচনা সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান হারান ঘোষ, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, তৃণমূল নেতা কেষ্ট ঘোষ, সঞ্জয় সিং, রানা দাশগুপ্ত-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ অক্টোবর ১৬ আশ্বিন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

বেসরকারি স্কুলের ৮২ পড়ুয়ার জন্য অন্য স্কুল থেকে পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের নির্দেশ

বিচারপতির ভৎর্সনার মুখে স্কুল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে আশার আলো। কলকাতার বেসরকারি স্কুলে ৮২ জন পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল চিন্তায় ছিলেন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। কারণ যে স্কুলের ছাত্র তারা সম্প্রতি জানতে পারেন সেই স্কুলের পরীক্ষা দেওয়ানোর কোনও অনুমোদন নেই। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য কোনও স্কুল থেকে ওই পড়ুয়াদের বোর্ডের পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপের ব্যবস্থা করতে হবে। পুজোর ছুটির আগেই যাতে এই কাজ হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে।

প্রসঙ্গত, বোর্ডের পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করার পর এই ৮২ জন পড়ুয়া জানতে পেরেছিলেন, অনুমোদনই নেই ওই স্কুলের। এই বিষয়টা সামনে আসার পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। আদালত তৎপর ছিল, যাতে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে আদালতে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ওই স্কুল কর্তৃপক্ষকে। কারণ, কলকাতার রিপণ স্ট্রিটের ওই স্কুলের অনুমোদন বাতিল হওয়ার পরও তারা রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়েছে বলে অভিযোগ। কেন টাকা নেওয়া হল বা কেনই বা অনুমোদন বাতিলের কথা পড়ুয়াদের না জানিয়ে পোর্টাল খুলে রাখা হল তা নিয়ে স্কুলের আইনজীবী জয়ন্ত মিত্রকে এদিন প্রশ্ন করেন বিচারপতি। একইসঙ্গে এদিন স্কুলের ভবনের কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটও দেখতে চান বিচারপতি।

স্কুলের অনুমোদনই নয়, স্কুলের ভবনেরও কোনও অনুমোদন ছিল না তাও উঠে আসে বুধবার শুনানিতে। এরপরই বিচারপতি স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বলেন, 'স্কুলের থেকে অন্তত একটু স্বচ্ছতা আশা করতে পারি।' তবে এখানে প্রশ্ন ওঠে

পুরসভার কাজেও। কারণ, অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ওই স্কুল বিদ্যুৎ পেল, নিকাশি ব্যবস্থা হল, জলের লাইন কীভাবে পেল এই প্রশ্নই এদিন অভিভাবকদের তরফ থেকে তোলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এদিন এও বলেন, 'কাউন্সিলর আছে, বোরো আছে, কর্মী অফিসার আছে। তারপরেও কী করে এমন হয়!' রাজ্য ও পুরসভার তরফ থেকে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত চাওয়ার দাবিও জানান তিনি।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টে অভিভাবকরা মামলা দায়ের করার পরে দিল্লিতে বোর্ডের অনুমোদন বাতিল নিয়ে মামলা করেছে স্কুল। এই প্রসঙ্গেও বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আগে কেন ঘুম ভাঙেনি স্কুলের? পড়ুয়াদের চাপ পড়ার পর কি কর্তৃপক্ষ জেগে উঠেছে?' আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৬ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। তার আগে বোর্ড কোন স্কুলের মাধ্যমে এই ফর্ম ফিল আপের প্রক্রিয়া করতে চাইছে তা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানোর নির্দেশ দেয় আদালত।

বেসরকারি স্কুলকে লিজে জমি দেওয়া থেকে পিছু হটল ভাটপাড়া পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাউন্সিলরদের অন্ধকারে রেখে কাঁকিনাড়ার একটি বেসরকারি স্কুল সাহু অ্যাকাডেমিকে পুরসভার জমি লিজে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন রেবা রাহার বিরুদ্ধে। অবশেষে চাপে পড়ে পুরসভার স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সেই জমি স্কুলকে লিজ প্রদান থেকে পিছু হটলেন চেয়ারপার্সন। পুরসভার জমি লিজে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার চেয়ারপার্সন রেবা রাহার কাছে চিঠি দেন কয়েকজন কাউন্সিলর। চিঠিতে কাউন্সিলররা স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উন্নয়নেরও প্রস্তাব দেন। যদিও বুধবার পুরসভায় বোর্ড মিটিংয়ে জমি লিজ সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করে নেন চেয়ারপার্সন।

পুরসভার জমি লিজ প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'আমি পুরপ্রধান থাকাকালীন বহু টাকা ব্যয়ে কাঁটাপুকুর ময়দানটিকে সংস্কার করে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ে ওঠে। পুরসভার একমাত্র স্পোর্টস অ্যাকাডেমি এটি। অথচ সেই জমি একটি বেসরকারি স্কুলকে ৯৯ বছর লিজে দেওয়া হয়েছে। এটা খুব অন্যায় কাজ হয়েছে।' সাংসদের অভিযোগ, কাউন্সিলরদের অন্ধকারে রেখে স্পোর্টস একাডেমির জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এটা বেআইনি কাজ হয়েছে। যদিও বোর্ড মিটিং শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভাটপাড়া উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছিল। তবে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনার মাধ্যমে জমি লিজের বিষয়টি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।'

প্রতারণা থেকে প্রবীণদের বাঁচাতে সাইবার সুরক্ষার পাঠ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিকে যতই এগোচ্ছে ভারত, ততই বাড়ছে সাইবার জালিয়াতি। নিত্য নতুন ছলা-কলা বের করে নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু বয়স্করা ডিজিটাল লেনদেনে পটু নন, বিশেষত তাঁদেরই টার্গেট করছে সাইবার জালিয়াতরা।

এর ওপর ডার্ক ওয়েবের জাঁতাকলে ফেঁসে যাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রবীণদেরই টার্গেট বানাচ্ছে অপরাধীরা। তাঁদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাই এবার প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নয়া উদ্যোগ নিল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট।

বিধাননগর কমিশনারেটের অধীনে প্রতিটি থানায় প্রবীণদের সচেতনতার পাঠ দেওয়া হবে। অনলাইনে প্রতারণা কীভাবে হচ্ছে, কীভাবে সাইবার হ্যাকাররা কথার জালে ফাঁসিয়ে সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে সেসব বোঝানো হবে প্রবীণদের। ঠিক কখন সতর্ক হতে হবে, কীভাবে প্রতারকদের চেনা যাবে সেসবও সবিস্তারে বোঝাবেন অভিজ্ঞ সাইবার বিশেষজ্ঞরা। সাইবার অপরাধের জন্য পৃথক নম্বরও চালু করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধ ক্রমশ ঢুকে পড়ছে ব্যক্তিগত পরিসরেও। দেখা যাচ্ছে, প্রতারকরা অজানা অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে গ্রাহকদের জানাচ্ছে যে তারা দিল্লি বা মুম্বইয়ের সাইবার বিভাগ থেকে অথবা কাস্টমস থেকে ফোন করছে। নিজের সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নানাভাবে ফাঁসানো হচ্ছে গ্রাহকদের। হয় তাদের থেকে ব্যাঙ্ক বা আধার-প্যানের ডিটেলস চেয়ে নেওয়া হচ্ছে অথবা ভয় দেখিয়ে বলা হচ্ছে যে তাদের অনেক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ধরা পড়েছে বা তারা বেনামে অজস্র সিমকার্ড রেখে প্রতারণা করছে। গ্রাহকরা বিশ্বাস না করলে তাদের আরবিআই বা কাস্টমসের স্ট্যাম্প দেওয়া ভুয়ো সরকারি নথি দেখিয়ে বিশ্বাস করানো হচ্ছে। এরপর চেয়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের জরুরি ও ব্যক্তিগত তথ্য। পরিচয় পত্র, ব্যাঙ্ক, আধারের ডিটেলস নিয়েই প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হচ্ছে গ্রাহকদের।

বৃষ্টিভেজা কলকাতায় দুর্ঘটনা, বাসের ধাক্কায় মৃত্যু পথচারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের দুর্ঘটনা কলকাতায়। বুধবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ উল্টোডাঙা-গড়িয়া রুটের একটি বাস গড়িয়া মোড়ের কাছে এসে বেপরোয়াভাবে মোড় ঘোরাতে যায়। সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রৌঢ় পথচারীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পালিয়ে যায় কন্ডাক্টার। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নেতাজিনগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় বাসের চালককে। তবে মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, হাজারও সচেতনতা সত্ত্বেও কলকাতায় পথ দুর্ঘটনা কমছে না। অনেকাংশে কলকাতার খারাপ রাস্তাঘাটকেই এ জন্য দায়ী করা

হচ্ছে। এদিকে নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে শহর ও শহরতলির রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। কোথাও কোথাও রাস্তা জুড়েই গর্ত। তাতে আবার জল জমেছে। একদিকে খারাপ রাস্তা, অন্য দিকে বেপরোয়া গতি এই সবকিছুকেই দুর্ঘটনার জন্য ইদানীং দায়ী করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, খারাপ রাস্তার সারানোর ব্যাপারে কলকাতা পুলিশ কলকাতা পুরভার কাছে আবেদনও জানিয়েছে সম্প্রতি।

নয়া দিল্লিতে সাংবাদিককে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার, মিছিলের ডাক কলকাতা প্রেস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন দিল্লিতে সাংবাদিকদের ওপর পুলিসের আগ্রাসী ও নির্যাতনমূলক আচরণের অভিযোগের প্রতিবাদে কলকাতা প্রেস ক্লাব মিছিলের মাধ্যমে ধিক্কার জানাতে চলেছে। বৃহস্পতিবার ক্লাবের সামনে থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত ওই প্রতিবাদ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। প্রেস ক্লাবের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে বর্ষীয়ান ও প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের দিল্লি পুলিস বিনা নোটিসে হঠাৎ দীর্ঘক্ষণের জন্য আটক রাখে। তাঁদের মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ এর মত ব্যক্তিগত এবং পেশাগত সরঞ্জাম নিয়ে নেওয়া হয়। ই সংবাদকর্মীকে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বহু সাংবাদিক সহ মোট ৪৭ জনের বাড়িতে অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশ। তার পরে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নিউজ পোর্টাল নিউজ ক্লিকের এডিটর-ইন-চিফ প্রবীর পুরকায়স্থ ও এইচআর হেড অমিত চক্রবর্তীকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে 'জঙ্গি-যোগ ও দেশদ্রোহের' অভিযোগ এনেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, নিউজক্লিকের প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লি পুলিশের দক্ষিণ দিল্লির এক কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে দিল্লি পুলিশের একটি ফরেন্সিক দলও উপস্থিত ছিল।

এক বিবৃতিতে তারা জানায়, '৩৭ জন পুরুষকে থানায় ডেকে ও ৯ জন মহিলাকে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস (মোবাইল, ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ ইত্যাদি) ও কিছু নথি পরীক্ষা করার জন্য নেওয়া হয়েছে বা সেগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে প্রবীর পুরকায়স্থ ও অমিত চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।' প্রবীর অবশ্য এই প্রথম নন, ১৯৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এমারজেন্সির সময়েও জেএনইউ থেকে পাঁজাকোলা করে গ্রেফতার করেছিলেন তৎকালীন ডিআইজি ভিন্দার।

এ দিন রাজধানীর ঘুম ভাঙে বিভিন্ন সাংবাদিক, রাজনীতিক, কলাম লেখক, গ্রাফিক ডিজাইনার, সমাজকর্মীদের বাড়িতে আচমকা পুলিশের হানায়। নিউজ ক্লিকের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের বাড়িতে সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রেইড শুরু হয়। সূত্রের খবর, কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট ছিল না।

কিন্তু পুলিশের যুক্তি, গত অগস্টে নিউজ ক্লিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল ইউঅপিএ-র বিভিন্ন ধারায়, তাই কোনও সার্চ ওয়ারেন্টের প্রয়োজন নেই।

কলেজ সার্ভিস কমিশনের নম্বর প্রকাশের নির্দেশে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের পর এবার কলেজে নিয়োগ নিয়েও সামনে আসছে দুর্নীতির অভিযোগ। নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশ করা হলেও প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর কেন প্রকাশ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার প্রেক্ষিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, এ বিষয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে কমিশনকে। ১০ দিনের মধ্যে এই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। তার আগেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল কলেজ সার্ভিস কমিশন।

আগামী ১৩ অক্টোবর রয়েছে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ধ্রু

২০২০ সালে কলেজ সার্ভিস কমিশনের এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। ২০২৩ সালে প্যানেল প্রকাশ হয়। এরপরই মোনালিসা ঘোষ নামে এক প্রার্থী মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, শুধু নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশিত হলেও নম্বর প্রকাশিত হয়নি। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্যানেলের নম্বর প্রকাশ করার দাবি জানান তিনি। এরপরই প্যানেল দেখে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন নম্বর রাখা হল না তা নিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি এ প্রশ্নও করেন, প্যানেল প্রকাশের নিয়ম নিয়েও। উত্তরে কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রাপ্ত নম্বর ও গবেষণা পত্র দেখেই প্যানেল প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গেই কমিশনের আইনে কেন প্যানেলের কোনও সংজ্ঞা বলা নেই, তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে। এবার সেই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল কমিশন।

সৎপথেই ছোঁওয়া যাক 'অ্যাম্বিশন', বার্তা কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীনের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বহু মানুষের জীবনেই থাকে 'লক্ষ্য' বা 'অ্যাম্বিশন'। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে ছোটবেলা থেকেই শুরু পড়াশুনা বা অধ্যাবসায়ের। অনেকেই বলেন, যাঁর জীবনে এই অ্যাম্বিশন নেই, সে জীবন অর্থহীন। কোনও যাত্রার যদি গন্তব্যস্থল না থাকে তবে সে যাত্রা হয় অর্থহীন। ঠিক তেমনই মানব জীবনও তাই। লক্ষ্যহীন জীবন, পালছেঁড়া এক নৌকোর মতো। ঝড়ে পড়লে যেমন পালছেঁড়া নৌকোর অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই জীবনযুদ্ধের ঝড়ে লক্ষ্যহীন মানুষেরাও হারিয়ে যান সমাজের চোরাস্রোতে। ফলে জীবনে লক্ষ্য থাকা জরুরি। আর এই অ্যাম্বিশন বা লক্ষ্যে কিন্তু হঠাৎ পৌঁছানো যায় না। পৌঁছাতে হয় অত্যন্ত ধৈর্য্য ধরে, একটু একটু করে। ঠিক যেন মই দিয়ে বা সিঁড়ি ভেঙে ওঠার মতো। এই মইয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছালে তবেই বলা যায় জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে সে, বা বলা হয় 'অ্যাম্বিশন সাকসেসফুল'।

এবার এই 'অ্যাম্বিশন'কেই থিম হিসেবে তুলে ধরেছে কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন। পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে উত্তর কলকাতার কুমোরটুলি পার্কের ঠাকুর না দেখলে ঠাকুর দেখার আনন্দের ভাঁড়ার যেন পূর্ণ হয় না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, উত্তর কলকাতার এই চত্বরে রয়েছে বেশ কয়েকটা বড় দুর্গাপুজো। কুমোরটুলি পার্কের সঙ্গে এই তালিকায় রয়েছে কুমোরটুলি সর্বজনীন, আহিরীটোলা, বেনিয়াটোলা, বিকে পালের মতো পুজো। তবে এর মধ্যে কুমোরটুলি সর্বজনীনের উদ্যোক্তারা এই পুজো ঘিরে প্রতি বছরই নতুন নতুন থিম তুলে ধরেন দর্শনার্থীদের জন্য।

২০২৩-এও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কুমোরটুলি পার্কের পুজো এবার পা রাখল ৩১ বছরে। আর এবারের থিমে মন্ডপ জুড়ে সাদা-কালো মইয়ের ছড়াছড়ি। সঙ্গে মন্ডপের ওপরের অংশে নজরে আসবে সাদা-কালোর চৌখুপিতে দাবা খেলার একটা ছক। থিমে এই সাদা-কালো মইয়ের ব্যবহার প্রসঙ্গে থিম শিল্পী তরুণ ঘোষ জানান, জীবনে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে রয়েছে দু'টি পথ। একটি পথে পৌঁছানো সম্ভব পড়াশুনা, অধ্যাবসায় এবং জীবনযুদ্ধে লড়াই করে আর অপর পথটি হল কারও সাহায্যে বা অন্য কোনও অনৈতিক উপায়ে। এখানেই এই দুই পথকে বোঝানো হয়েছে সাদা-কালো দুই রংয়ের মইয়ের মাধ্যমে। যেখানে সাদা রংটি হল শুভত্বের প্রতীক আর কালো রংটি ইঙ্গিত করে অশুভকে। এই মই ব্যবহারের পিছনেও রয়েছে আরও একটা কারণ। হঠাৎ যে কোনও কেউ যে তাঁর অভিষ্টে পৌঁছাতে পারেন না, তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে এই মই। মইয়ের মাথায়

উঠতে গেলে প্রতিটি ধাপে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পা রাখা প্রয়োজন। তবেই মইয়ের মাথায় ওঠা বা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সঙ্গে দাবা খেলার ছক ইঙ্গিত দেয় জীবন-যুদ্ধকে। এই থিমের মাধ্যমে শিল্পী বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবকদের এ বার্তাও দিতে চাইছেন, তাঁরা যেন শিশুদের ছোট থেকেই মানসিক ভাবে তৈরি করেন কোন পথ অবলম্বন করে বা কী ভাবে শিশু তাঁর অভিষ্টে পৌঁছাতে পারবে। সঙ্গে শিল্পী এও বার্তা দিতে চাইছেন, বর্তমান প্রজন্মের খুদেরা যে ভাবে জীবনের শুরুতেই ইঁদুর দৌড়ে নাম লেখাচ্ছে, তা থেকে তাদের বিরত রাখা। স্বাভাবিক ছন্দে বেড়ে উঠুক শিশুরা কারণ এতে তৈরি হয় সুস্থ এক মানসিকতা। কুমোরটুলি সর্বজনীনের এই প্যান্ডেলটি তৈরি করা হয়েছে এক চেয়ারের আদলে। এখানে চেয়ার ইঙ্গিত দেয় পদের। কেউ তাঁর অভিষ্টে পৌঁছাতে পারলে তবেই মেলে বিশেষ কোনও পদ। ফলে এই চেয়ার আকৃতির প্যান্ডেল তৈরি করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও যে বিশেষ ইঙ্গিত দিচ্ছেন থিম শিল্পী তা বলাই বাহুল্য। এদিকে থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মন্ডপে মাতৃপ্রতিমা স্থাপনের ক্ষেত্রেও রয়েছে আরও এক ইনস্টলেশন। ক্যামেরার ক্ষেত্রে যেমন ফোকাস ব্যবহার করি ঠিক তেমনই যেন ক্যামেরার এক ফোকাস পয়েন্টে অধিষ্ঠান করবেন দেবী দুর্গা। এখানেও শিল্পী বোঝাতে চাইছেন, অভিষ্ট ঠিক থাকলে তবেই দেবী দুর্গার আশীর্বাদ পাওয়া সম্ভব। কুমোরটুলি পার্কের এবারের মাতৃপ্রতিমা তৈরি হচ্ছে মৃৎশিল্পী সনাতন পালের হাতে একেবারে সনাতনী রূপে। আবহে রয়েছেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় অর্থাৎ 'ক্যাকটাস' প্রসিদ্ধ সিধু। আলোক সজ্জায় রয়েছেন রানা রায় ও লাল্টু। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই যে হবে আলোকসজ্জাও, তা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না।

কুমোরটুলি পার্কের পুজোর একটা বড় পাওনা হল খোলা মেলা বিরাট এক প্রাঙ্গণ। এই পার্কে পুজোর সঙ্গে বসে মেলাও। মেলা বসলেও হাঁটাচলা বা ঘুরে বেড়ানোর জন্যও অনেকটা জায়গাও পড়ে থাকে দর্শনার্থীদের জন্য। আর এই মেলায় ছোটদের খেলনার সঙ্গে মেলে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী। থাকে পেট পুজোর ব্যবস্থাও। ফলে নজরকাড়া থিমের সঙ্গে মেলার এই মেলবন্ধনের স্বাদ পেতে হলে পুজোর ক'দিনে একবার কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীনে পা রাখতেই হবে।

টেলিগ্রাম অ্যাপে প্রতারণা কাণ্ডে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক নতুন নতুন পথে আর্থিক প্রতারণার জাল বিস্তার করছে প্রতারকেরা। আধার প্রতারণার বিভিন্ন ঘটনা সামনে আসতে জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রাম নিয়ে সতর্ক করতেও দেখা গেছিল পুলিশকে। আর এবার টেলিগ্রাম প্রতারণার কাণ্ডে বড় সাফল্য পুলিশের। টেলিগ্রাম প্রতারণায় জড়িত সন্দেহে লেক থানা এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম শুভদীপ সিংহ রায় ও সমীর সরকার। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৪ সেপ্টেম্বর বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ফোন। এই ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, 'সোর্স' মারফত খবর পেয়ে সাব ইনস্পেক্টর সোমনাথ সিংহ রায়ের নেতৃত্বে লেক থানা এলাকা অভিযান চালায় সাইবার ক্রাইম পুলিশ। সেই অভিযানের ভিত্তিতে শুভদীপ ও সমীরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, টেলিগ্রামে রোজগারের টোপ দিয়ে বিরাট প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল ধৃতরা। সাইবার প্রতারণার শিকারদের নিয়ে প্রথমে টেলিগ্রামে একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়। সেখানে বিভিন্ন ইউটিউব ভিডিয়োর লিঙ্ক দিয়ে তা লাইক করতে বলা হয়। লাইক করলে টাকা দেওয়ার প্রলোভনও দেখানো হয়েছিল। প্রতারিতরদের আস্থা অর্জন করতে প্রাথমিক ভাবে তাঁদের টাকাও দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁদের একটি ট্রেডিং অ্যাপ মারফত বিনিয়োগ করতে বলা হয়। সেই ট্রেডিং অ্যাপে বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হন অনেকে। সব মিলিয়ে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ২৮ লাখ টাকা গায়েব করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় একাধিক অভিযোগ দায়েরও হয়। এই ঘটনা সামনে আসের পরই বিধাননগর পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে আগেই টেলিগ্রাম ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করেন অতিরিক্ত কমিশনার চারু শর্মা। বিধাননগর পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে টেলিগ্রামে কোনও অজানা নম্বর থেকে আসা লিঙ্কে ক্লিক না করার আবেদন করা হয়েছিল। একই সঙ্গে জানানো হয়, টেলিগ্রাম মারফত স্টক মার্কেট বা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করা যায় না। মোটা রিটার্নের প্রলোভন দেখিয়ে কেউ বিনিয়োগ করতে বললে, তার পিছনে প্রতারণার ফাঁদ থাকতে পারে বলে সতর্ক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জেরা করে এই সংক্রান্ত আরও তথ্য জানার চেষ্টা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান আন্দোলন

মাধ্যমিকে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেলে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়া যায়, এমন নির্দেশ থাকলেও বেশির ভাগ স্কুল ৬০-৮০ শতাংশ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদেরই ভর্তি নেয়। ফলে, সাধারণ মানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান থেকে অনেক দূরে। বহু ভাল নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীও বইয়ের আয়তন, সিলেবাস, অল্প সময় ইত্যাদি দেখে ভয় পায়। শিক্ষক, অভিভাবকরাও বিজ্ঞানভীতি প্রদর্শন করেন। বাস্তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সিলেবাসের আয়তন, স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, পরীক্ষাগার-সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকার কারণে বিজ্ঞানশিক্ষা ব্রাত্য হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়া নিম্নবিত্তের পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। বইপত্র, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, টিউশন ফি; সব মিলিয়ে মাসে কয়েক হাজার টাকা জোগান দেওয়া অনেক পরিবারের ক্ষেত্রেই বেশ কষ্টকর। তাই সেই পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানশিক্ষা থেকে দূরত্ব তৈরি হয়। তা ছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুযোগ বেশি নেই। সেই সুযোগ ও আর্থিক সমতা থাকলে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারত। শিক্ষা দফতরের কাছে সাধারণ শিক্ষকের মতামতের কোনও মূল্য নেই। ‘ইন্টার ডিসিপ্লিনারি স্কিম’, অর্থাৎ বিষয় বাছাইয়ের উদারীকরণ-এর হাত ধরে নম্বর তোলার ঝোঁক বেড়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে ফিজক্সি ও কেমিস্ট্রির সঙ্গে নিউট্রিশন ও জিয়োগ্রাফি নেওয়া যায়। এমন কম্বিনেশনে ভাল নম্বর তোলা গেলেও সুসংহত বিজ্ঞান-চিন্তা গড়ে উঠতে পারে না। পূর্বসূরিরাও ‘কেরিয়ারিস্ট’ হওয়া ছাড়া বিজ্ঞান পড়তে উত্তরসূরিদের কমই উৎসাহিত করেছেন। সমাজে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে উঠেনি। অথচ, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিজ্ঞান আন্দোলন বিজ্ঞানশিক্ষাকে প্রসারিত করেছিল। বিজ্ঞান সংগঠন, অভিভাবকরাও শিক্ষা দফতরের কানে এর প্রয়োজনীয়তা তোলেননি। বিজ্ঞান আন্দোলনের হাত ধরে শিক্ষায় এবং সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

শাশ্বত কথা

অভয়বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
মাভৈ, প্রিয়তম , ওরে আমার প্রিয়তম তোর সব দুঃখ দূর করার জন্য নামরূপে আমি এসেছি। নাম কর,তোকে আর কোনও চিন্তা করতে হবে না। তোর ভিতরে আলোকে আনন্দে ভরিয়া দিব। আমার সরসপরশে অনুক্ষণ তুই পুলকিত থাকবি। তোর নয়ন আর জগৎ দেখতে পাবে না। দেখবে শুধু আনন্দময় আমাকে। আমি সত্য করে বলছি,আমার নাম মৃত্যুসঞ্জীবন। নাম কীর্তনকারীকে যমদূতের ভয় থাকে না। তুই কেবল আমার নাম কর। নামকীর্তন পরমজ্ঞান, পরম তপস্যা, পরমতীর্থ, কোটি জন্মে সাধনায় পরমপদ নামকীর্তনকারী অনায়াসে লাভ করে। ওই দ্যাখ সারা জগতে দুঃখের অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। আর তুই বিলম্ব করিস না, নামামৃত সাগরে ডুব দিয়ে নির্ভয়ে পরমানন্দে আমার বুকে সর্বদা অবস্থান কর। মাভৈ মাভৈ মাভৈ।

— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

জন্মদিন

আজকের দিন

শতাব্দী রায়

১৯৬৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের জন্মদিন।*
১৯৯৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াশিংটন সুন্দরের জন্মদিন।*

মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল ‘শান্তিনিকেতন’

তাপস চট্টোপাধ্যায়

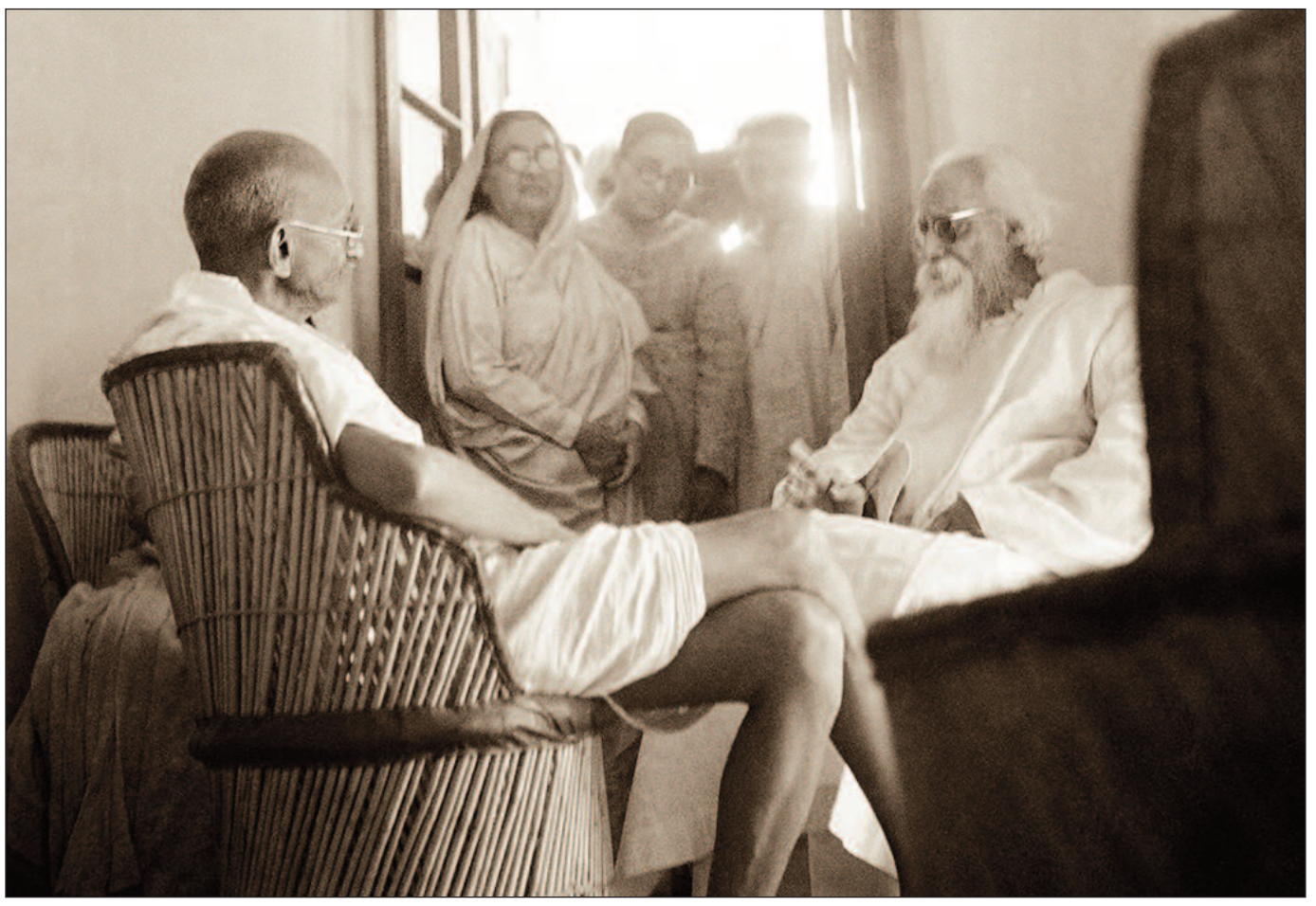

একবার এক জাপানি পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন । গান্ধীজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি দেখেছো বাংলায়?’ উত্তরে সেই জাপানি পর্যটক বলেন, তিনি হ্যামিল্টন সাহেবের গোশালা দেখেছেন। মৃদু হেসে গান্ধীজি বলেন, "Gosala is Gosala– but Santiniketan is India."

‘শান্তিনিকেতন’, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার এক রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে এক মহর্ষি র ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল এই মিলনায়তন। এখানেই বসে একজন কবি হয়ে উঠছিলেন ‘বিশ্বকবি’। বিশ্বের একাধিক প্রবাদপ্রতিম কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী বারংবার এই কবিতীর্থে এসেছেন। এখানেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জননেতা একসময় হয়েছিলেন ‘মহাত্মা’।

গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মোট পাঁচবার। ১৯১৫, ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৪০ এবং ১৯৪৫। শেষবার এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথহীন শান্তিনিকেতনে।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত, দুটি দেশই তখন বৃটিশ উপনিবেশবাদের শিকার। গান্ধীজি ঠিক করেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের উপনিবেশ সচিবের সাথে দেখা করে দু দেশের বৃটিশ শাসকদের অহেতুক অত্যাচারের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করবেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টার মুল বাধা হয়ে দাঁড়ালো দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রিয় ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে সি এফ অ্যান্ড্রুজ যোগ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজির সমস্যার কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পত্রে গান্ধীজিকে লিখলেন, "That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India–has given me real pleasure and that pleasure has greatly enhanced when I saw those dear boys in that place éôééôééôé I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the Sadhana in both of our lives."

(‘‘আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এই চিঠি লিখছি, আপনি আপনার ছেলেদের আমাদের ছেলে হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের দুজনের জীবনের সাধনার জীবন্ত যোগসূত্র তৈরি হয়েছে।’’)

গান্ধীজি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অনেকটা স্বস্তি পেলেন ,যখন জানতে পারলেন যে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক, তাঁর পুত্র দেবদাস, মগনলাল, রাজঙ্গম, কোটাল, সকলেই শান্তিনিকেতনে সুস্থভাবে আছেন। আর সময় নষ্ট না করে ১৯১৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাথে সহধর্মিনী কস্তুরীবাঈকে নিয়ে পৌঁছোলেন বোলপুরে। ইতিমধ্যেই গান্ধীজির আসার খবরে আশ্রমের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, আবাসিকদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। আশ্রমের প্রতিটি কোনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা থেকে সস্ত্রীক মহাত্মাকে বৈদিক রীতিতে বরণের সমস্ত আঙ্গিক ছিল নিখুঁত। মুল প্রবেশ দ্বারে তোরণ, আসন বেদিতে আলপনা, বেদির চারকোনে কলাগাছ, আম্রপল্লব, ডাব, জলপূর্ণ মাটির ঘট, আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না । রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, সস্ত্রীক গান্ধীজিকে অভ্যর্থনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রুজ এবং অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার। তাঁরাই সস্ত্রীক গান্ধীজিকে নিয়ে বর্ধমান থেকে ট্রেনে বোলপুর পৌছোন। স্টেশনচত্বরে তখন তিল ধারণের স্থান নেই। আশ্রমিক ছাড়াও এলাকার মানুষরা আগেভাগেই ভীড় জমিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাকে একঝলক কাছ থেকে দেখা। স্টেশনের বাইরে গাড়ি তৈরি ছিল কিন্তু সস্ত্রীক গান্ধীজি পায়ে হেঁটেই আশ্রমে পৌঁছোলেন। শান্তিনিকেতনে প্রথমবার গান্ধীজীর সেই পদার্পণ ছিল অনেকটা দেব আরাধনার মতো বর্ণময়। প্রথমে ফুল আর

চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ তারপর সস্ত্রীক মহাত্মাকে মাটির বেদিতে অধিষ্ঠান, প্রবল শঙ্খ এবং উলুধ্বনির সাথে মাল্যদানপর্বের সমাপ্তিতে জল দিয়ে অতিথিদের পা ধুইয়ে কস্তুরবাঈ-এর সিঁথিতে সিঁদুর দানের পর গৃহপ্রবেশ। পবিত্র সেই মুহূর্তে শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করলেন সঙ্গীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করলেন সংস্কৃত শ্লোক। গান্ধীজির ইচ্ছে ছিল কয়েকটা দিন শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম নেবেন কিন্তু তেমনটা হল না। ২০শে ফেব্রুয়ারি গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অবিলম্বে পুণে ফিরতে হল।

৬ই মার্চ গান্ধীজি দ্বিতীয় বারের জন্য ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িতে ‘ফাল্গুনী’ নাটক লেখায় ব্যস্ত। সেবার আশ্রম পরিদর্শন করে গান্ধীজি খুশি হতে পারলেন না। আশ্রমের আবাসিক ছাত্রদের জন্য পাচক, পাকশালায় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর পংক্তিতে আলাদা আলাদা ভোজনের ব্যবস্থা গান্ধীজির কাছে ছাত্রদের স্বাবলম্বী এবং উদারমনস্কতার পরিপন্থী বলেই মনে হল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীজির সাথে একমত হতে পারলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল যে , ছাত্রদের এই প্রকার কঠোর জীবন যাপনে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত তাদের স্বাধীন চিন্তা এবং পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করতে পারে।

একদিকে বিশ্বভারতী সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের যোগান অন্যদিকে নিজের স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি কবিমনে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অবর্তমানে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে উত্তর ভারত পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ দিল্লিতে গান্ধীজির কাছে বিশ্বভারতীর আর্থিক ঘাটতির ব্যাপারে সবিস্তারে জানালেন। সেবারের মতো গান্ধীজি বিড়লাদের থেকে ষাট হাজারের একটা চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। এরপর মাত্র চার বছরের ব্যবধানে কবির শারীরিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে শুরু করে। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সালটা ছিল ১৯৪০ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি, তাঁর গুরুদেবের অসুস্থতার খবর পেয়ে মহাত্মা অতিসত্তর সস্ত্রীক চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। আম্রকুঞ্জে সারাটা দিন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু মেতে উঠলেন গল্পগুজবে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষকে নিয়ে চললো হাজারো পরিকল্পনা। উত্তরায়ণের পাঁচটি বাড়ির মধ্যে গান্ধীজীর পছন্দ ছিল খড়ের চালের মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’। সেখানেই সস্ত্রীক গান্ধীজির রাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করা হল। পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি। এবার ফেরার পালা, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পালা, দুই মহাপুরুষের চিরকালীন বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গান্ধীজি গাড়িতে ওঠার আগে রবীন্দ্রনাথ খামের মধ্যে একটা চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ‘গাড়িতে পড়বেন’। তাঁর গুরুদেবের স্বহস্তে লিখিত সেই চিঠিতে ছিল মহাত্মার প্রতি কবির শেষ আবেদন, ‘বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। আমি এখন অন্য পথের যাত্রী। এর স্থায়িত্বের ভার আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।’ শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত পরবর্তী কালে গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গান্ধীজি লিখেছিলেন, "The visit to Santiniketan was pilgrimage to me" (শান্তিনিকেতন দর্শন আমার কাছে তীর্থদর্শনের মতো।)

ভালো মানুষ কারে কয়

একশো বছর আগে দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন পৃথিবীতে ভালোমানুষের দিন শেষ হতে চলেছে। কারণ, এখন সুখী হতে চাওয়াতে কোন দোষ নেই, যদিও বাকি মানুষদের সুখী হওয়ার অধিকার অর্জনে কোন অংশে খামতি নেই। পৃথিবীর প্রথম ৫০০ জন সম্পদশালী মানুষ এখন পৃথিবীশ্বরে পরিণত হয়েছেন। এদের সম্পদ অটুট রাখতে রাষ্ট্রনেতারা আইন তৈরি করেন। বিশেষ করে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নির্ধারণ করেন কোথায় যুদ্ধ বাঁধানো যায়। নাহলে তাদের উৎপাদন কমে যাবে, আর সম্পদও বৃদ্ধি পাবে না। সব দেশের ক্ষমতায় এই রকম ভালো মানুষরাই আছেন, যারা লেলিয়ে দিচ্ছেন তরুণদের বিশৃঙ্খলতা জিইয়ে রাখতে।

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

দার্শনিকরা বলবেন ভাল এবং খারাপ বিপরীতার্থক শব্দদুটি আপেক্ষিক। যা একজনের কাছে ভালো তা অন্যজনের কাছে খারাপ বোধ হতে পারে। তবুও মানুষের মন স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভালো মানুষ খারাপ মানুষ বেছে নেয়। কারণ, কান আর চোখ এই দুটো ইন্দ্রিয় বিকলাঙ্গ শ্রেণীর সংরক্ষণের আওতায় না পড়া পর্যন্ত টিক টিক করে ঘড়ির মতো কাজ করে যায়।

সপ্তাহে একদিন এক ডাবওয়ালা আসে বাড়ির সামনে ডাব নিয়ে। সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যায় নিয়মিত খেতে হয়, এক একটি ডাবের দাম ৫০/৬০ টাকা হলেও। এ যেন হাড়িকাঠে গলা দিয়ে দিনযাপন। পাড়াতে দু-তিনটি বাড়ি পরে একটি টালির বাড়ি আছে। বাসিন্দা কৃষ্ণ আর তার ছেলে নীলু। কৃষ্ণ ভ্যানে করে ফুচকা-আলুকাবলি বেচে সংসার চালিয়েছে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। এক ছেলে মারা গেছে। আর নীলুর টোটো আছে। বউএর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন বাবাকে নিয়ে একা থাকে। সদ্য মেরুদণ্ডে অপারেশন হওয়া কৃষ্ণ মুসলমান ডাবওয়ালার কাছে আসে। ডাবের দাম শুনে ফিরে চলে যেতে ডাবওয়ালা তাকে ডেকে বলে, ‘এই নাও। তোমাকে দাম দিতে হবে নি।’ তারপর আমার স্ত্রীকে বলে, ‘আমার কম পড়বে নি কো। এরকম দুএকজনকে রোজ ফ্রিতে ডাব দিই। আল্লাই দেখবেন।’ এমন মানুষও কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ্য হওয়া থেকে বেঁচে যাবে? আল্লার দৌড় তখন মনে হবে মসজিদের চৌহদ্দি পর্যন্ত। ভালোমানুষি করে কি লাভ এই নিয়ে বিতর্ক এই ভাবেই শুরু হয়। ফাঁসুড়েরা খারাপ মানুষ বলে অনেক মানুষ নিদান দেন মৃত্যুদণ্ড রদ করা উচিত। মানুষ কেন খারাপ মানুষের হাতে প্রাণ দেবে? এমন যুক্তি অদ্ভুত মনে হলেও অস্বাভাবিক নয়। আইন, আইনজীবী বা বিচারপতি তো খারাপ হতে পারেন না। আবার ধরুন এই ফাঁসুড়ে এক ভীষণ শীতের দিনে ট্রেনে যাচ্ছে। গায়ে কোন শীত বস্ত্র নেই। এক সহৃদয় মহিলা তার গায়ে এক কম্বল জড়িয়ে দিলো। ফাঁসুড়ে চমকে উঠে বলে উঠলো, ‘তুমি যদি আমার পরিচয় জানতে তাহলে আমাকে কম্বল দিতে না।’ ফাঁসুড়েরা তো ভাবতেই পারে, ‘তোমার কর্ম তুমি করো মা, আমার কর্ম করি আমি...।’ আর সেই মহিলাও বিচার করতে যাবেন না যার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিলেন তার গুণাগুণ। অনেকেই বলতে পারেন ভদ্রমহিলা পয়সাওয়ালা মানুষ। তাই তার কাছে বাড়তি কম্বল ছিল। তাহলে আম্বানির বাড়ির পাশে বস্তি থাকে কেন? নীতা আম্বানিতো আইপিএল নিয়ে মেতে আছেন। মানুষকে বিনোদন দানের মতো মহান কাজ করে পুণ্যের সাথে মুনাফা লুটছেন। আর জনগণ তো ভালো মানুষ। বহুবচনে অনেক কিছুই ভালো হয়ে যায়।

শিকারে গিয়ে একটি শেয়াল মারলে শিকার-পার্টির সবাই আনন্দে মেতে উঠবে, কারণ এর মতো ভালো খেলা আর কি হতে পারে। শেয়াল বুঝতে পারে না তার কি অপরাধ ছিল। একই যুক্তিতে কি মানুষ শিকার করে যাবে? তাও এই জগতে সম্ভব। এনকাউন্টারে পুলিশের হাতে রোজই হয়ত কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে এই পৃথিবীতে। পুলিশ আমাদের সুরক্ষা এনে দিতে পারলে সমাজের প্রতি দায় মিটিয়ে ভালো মানুষ হওয়ার দাবি করতেই পারে। কয়েকটি প্রাণ খুচরো পাপের মতো ঝরে গেলে কি আর ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? দেড়শো বছর আগেও আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের নিয়ে যাওয়া হতো কৃষকের কাজ করার জন্য ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে। ধরুন এক জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে শ্বেতকায় মহিলারা আছেন। আর সেই জাহাজে একদল কালোমানুষকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হঠাৎ ঝড়ে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবতে শুরু করলো। তখন জাহাজের কর্মচারিরা নিশ্চয়ই শ্বেতকায় মহিলাদের বাঁচানোর বন্দোবস্ত করবে। আর তা করতে গেলে কালোমানুষগুলোকে বেঁধে রাখতে হবে। পরে বেঁচে যাওয়া মহিলারা দুর্ভাগা কালোমানুষদের জন্য সমবেদনা জানাবে। তখন তাদের চোখে তাদের সুরক্ষা দানকারী জাহাজের কর্মচারিরা ভালোমানুষ থাকবে না। একই অঙ্গে এত রূপ...!

এক দলের রাজনীতিবিদ অন্য দলের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সর্বদা দোষারোপ করে জনগণের চোখে তাদের খারাপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এই বিষয়টি প্রাধান্য পায় না যে পেশার দিক থেকে তাঁরা সবাই সমান। আর দোষারোপকারীরা ভাবেন না যে তাঁরাও অভিযুক্ত হতে পারেন। আবার রাজনীতির মানুষের চেষ্টাই থাকে কিছু মানুষকে চিরন্তন ভালো মানুষে পরিণত করতে নিজেদের দলের সুবিধার্থে। যেমন, ‘নেহেরু’, ‘মহাত্মা গান্ধী’। সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে মুসলমানরা সাধারণভাবে খারাপ মানুষ। কারণ বেশিরভাগ সন্ত্রাসবাদী মুসলিম। কিন্তু, সাইবেরিয়া, গুয়াতানাবে, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্টের ‘গোলি-ওটোক’-এর মতো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যে নরহত্যা এখনো অনেক দেশে চলছে সেটা নিয়ে হইচই হয় না। আসলে সাম্প্রদায়িকতা এখন রাজনীতির এক বিশাল অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। গোঁড়া হলেই ভালো মানুষ। আর দরকচা মার্কা হলেই ‘হাঁসজারু’। একশো বছর আগে দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন পৃথিবীতে ভালোমানুষের দিন শেষ হতে চলেছে। কারণ, এখন সুখী হতে চাওয়াতে কোন দোষ নেই, যদিও বাকি মানুষদের সুখী হওয়ার অধিকার অর্জনে কোন অংশে খামতি নেই। পৃথিবীর প্রথম ৫০০ জন সম্পদশালী মানুষ এখন পৃথিবীশ্বরে পরিণত হয়েছেন। এদের সম্পদ অটুট রাখতে রাষ্ট্রনেতারা আইন তৈরি করেন। বিশেষ করে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নির্ধারণ করেন কোথায় যুদ্ধ বাঁধানো যায়। নাহলে তাদের উৎপাদন কমে যাবে, আর সম্পদও বৃদ্ধি পাবে না। সব দেশের ক্ষমতায় এই রকম ভালো মানুষরাই আছেন, যারা লেলিয়ে দিচ্ছেন তরুণদের বিশৃঙ্খলতা জিইয়ে রাখতে। খারাপ মানুষ পোষাই ভালোমানুষির প্রধান লক্ষণ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জলমগ্ন খানাকুলের বেশ কয়েকটি গ্রাম, সতর্কবার্তা জারি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: টানা বৃষ্টিতে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বিস্তৃর্ণ এলাকা জলমগ্ন। সবচেয়ে বেশি এলাকা জলমগ্ন হয় খানাকুল বিধানসভার বিভিন্ন জায়গা।

তবে ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ১৩ টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ৫০৩৭ জনকে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। ৭টি বাঁশের সেতু ভেঙে পরার পাশাপাশি একটি কাঠের সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিভিসির ছাড়া জলে বিঘার পর বিঘা কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। অরোরা খালের জল উপচে খানাকুল -১ ব্লকের অরুন্ডা, ঘোষপুর, পোল -১ ও ২ পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ জনবসতি এলাকা জলমগ্ন। গ্রামবাসীরা স্কুল ও আইসিডিএস কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছেন। মুণ্ডেশ্বরী নদীর দুর্বল পাড়গুলোতে ধস নামছে। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। একদিকে ডিভিসি জল ছেড়েছে। অন্যদিকে নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টি। মুণ্ডেশ্বরী নদীর শাখা খাল দিয়ে কৃষি জমি এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে। রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে জল। কাঠ ও বাঁশের সেতুগুলি ভেঙে পরার উপক্রম হয়েছে। খানাকুলজুড়ে প্রশাসনের তরফে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। অরোরা খালের সংস্কার না হওয়ায় খানাকুলে জল ঠিকভাবে বের হতে পারছে না। খানাকুল -১ ব্লকের বিস্তীর্ণ জনবসতি এলাকায় জল ঢুকে পড়ছে। পোল -১ ও ২ পঞ্চায়েতের অবস্থা সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ। বাসিন্দারা এলাকার পাকা বাড়ি ও ত্রাণ শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছেন। প্রশাসনের পরিকল্পনাহীন খাল সংস্কারের কাজ নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা এদিন ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। মহকুমা এলাকার কানা দ্বারকেশ্বর, ভোমরাসহ বিভিন্ন ছোট বড় খালের জল অরোরা খালে পড়ে। অরোরা খালের জল আবার খানাকুলের দক্ষিণ প্রান্ত রূপনারায়ণ নদে গিয়ে পড়ে। আরামবাগ মাস্টার প্ল্যানে ইতিমধ্যে খালের মুখের দিকে বেশ কিছুটা অংশে সংস্কারের কাজ হয়েছে। খানাকুল এলাকায় কাজ কিছুটা বাকি আছে। রূপনারায়ণ নদের দিক থেকে বারবার খাল সংস্কারের দাবি তোলা হয়। অন্যদিকে আরামবাগ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, জলমগ্ন গ্রামের বাসিন্দাদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। ওখানেই রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সিকিমে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ রায়গঞ্জের ২ যুবক-সহ মোট ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: মোটরবাইক নিয়ে সিকিমে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ার একই পরিবারের দুই ভাই ও তাদের বন্ধু ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা মিলিয়ে মোট ৩ যুবক। এদিন সিকিমের দুর্যোগের খবর পাওয়ার পর চরম উৎকণ্ঠায় তাদের পরিবার। তাদের নাম স্বর্ণদীপ মজুমদার ও তার কাকাতো ভাই শ্রীকান্ত মজুমদার। তাদের বাড়ি রায়গঞ্জের উকিলপাড়া ও সেবকপল্লিতে। স্বর্ণদীপের অফিসের সহকর্মী রাচির বাসন্দা ঈশান। মঙ্গলবার রাতে পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা হয় তাদের। বুধবার সকাল থেকেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে তাদের পরিবারের লোকজনেরা। সিকিমে ভয়াবহ দুর্যোগ নিয়ে আশঙ্কায় নিখোঁজ দুই যুবকের পরিবার। রায়গঞ্জ থানার দারস্থ হয়েছে ২ যুবকের পরিবারের লোকজনেরা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্বর্ণদীপ মজুমদার তার কাকাতো দাদা শ্রীকান্ত মজুমদার এবং বিহারের রাঁচির বাসিন্দা এক যুবক সিকিমের গুরুদঙমার লেকের উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে রায়গঞ্জ থেকে রওনা দেয়। মঙ্গলবার রাতে তারা সিকিমের লাচেনে একটি হোটেলে রাত্রিযাপন করে। বুধবার ভোরে তাদের নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য রওনা দেওয়ার কথা টেলিফোনে পরিবারের লোকেদের জানায় তারা। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল থেকে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবারের লোকেরা। সিকিমের ভয়াবহ দুর্যোগের খবর জানতে পেরে পরিবারের লোক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাদের। পরিবারের পক্ষ থেকে গোটা ঘটনা রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে জানানো হয়েছে এবং একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, স্বর্ণদীপ মজুমদার ও তার রাঁচির বন্ধু কলকাতায় আইটি সেক্টরে কর্মরত এবং শ্রীকান্ত মজুমদার কলকাতায় একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত রয়েছেন। গতবছরেও তারা বাইক নিয়ে বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তবে এবছর ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি পরিবারের লোকেরা। রায়গঞ্জ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আইডিবিআই হাউস
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪
CIN : L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তাকারী রবীন্দ্র রাম (ঋণগ্রহীতা) এবং রূপা রাম (সহ-ঋণগ্রহীতা) (লোন এ/সি নং : ১৬৮৩৬৭৫১০০০০৩৯৫৭ এবং ১৬৮৩৬৭৫১০০০০৩৯৭১) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণ খেলাপির জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত "উক্ত ঋণগ্রহীতা") নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।

২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। *তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।

৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

১) ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ২) ল্যান নং	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **রবীন্দ্র রাম (ঋণগ্রহীতা)** ১৫৪/৩, এম এন কে রোড (উত্তর) বরানগর, কলকাতা- ৭০০০৩৫। **রবীন্দ্র রাম (ঋণগ্রহীতা),** ফ্ল্যাট নং ১এ, দ্বিতীয় তল, হোল্ডিং নং ১০৩/২, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর),বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৫, **রবীন্দ্র রাম (ঋণগ্রহীতা)** ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, কল্যাণী, নদিয়া-৭৪১২৩৫। **রূপারাম (সহ ঋণগ্রহীতা),** ১৫৪/৩, এম এন কে রোড (উত্তর) বরানগর, কলকাতা- ৭০০০৩৫। **রূপারাম (সহ ঋণগ্রহীতা),** ফ্ল্যাট নং ১এ, দ্বিতীয় তল, হোল্ডিং নং ১০৩/২, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর), বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৫। ২. **১৬৮৩৬৭৫১০০০০৩৯৫৭ এবং ১৬৮৩৬৭৫১০০০০৩৯৭১**	১. ২৩.০৮.২০২৩ ২. ১০.০৪.২০২৩ এবং চিহ্নিত ১১.০৪.২০২৩ ৩. **হোম লোন ১৬,২৪,৮২৪.০০ টাকা লোন ইনস্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট ৫৪, ৮২৪.০০ টাকা ১০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী**	**স্বত্ব দলিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং "১এ" দ্বিতীয় তলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে(সামনের অংশে) পরিমাণ ৮৩৫ (আটশো পঁয়ত্রিশ) বর্গ ফুট, কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) খোলা কিচেন ডাইনিং সহ, ২ (দুই) টয়লেট এবং ১ (এক) ব্যালকনি, "গণপতি অ্যাপার্টমেন্ট"স্থিত যাবতীয় জানালা, দরজা, শৌচালয়ে যাবতীয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকারত সমন্বিত বাস্তু জমির পরিমাণ ৪ (চার) কাঠা, ২ (দুই) ছটাক কমবেশি পরিমাণ মৌজা- বরানগর, জেএল নং ৫, আরএস নং ৬, তৌজি নং১০৬৮/২৮৩৩, সিএস খতিয়ান নং ৩৭, আরএস খতিয়ান নং ১২, দাগ নং ২৬৮১ এবং ৩০৫৩ এলআর খতিয়ান নং ৪৩১৪, এবং এলআর দাগ নং ৩৮৯৯, ৩৯০০, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ১০৩/২, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর), কলকাতা- ৭০০০৩৫, বরানগর পুরসভা অধীন, থানা- বরানগর, এডিএসআর কাশীপুর দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তিরর **চৌহদ্দি : উত্তরে:** ফকির চাঁদ বসাকের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর), **পূর্বে :** মহাদেব চৌধুরী/পার্বতী চৌধুরীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** প্রতিমা চ্যাটার্জির সম্পত্তি সমন্বিত।

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।

৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।

৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

তারিখ : ০৫.১০.২০২৩, **স্থান :** কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

জমিদার আমলে নন্দী বাড়িতে দুর্গাপুজো করতেন ব্রহ্মদৈত্য !

বনস্পতি দে

আরামবাগ: আরামবাগের হাটবসন্তপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন নন্দীরা। সেই নন্দীবাড়ির এক বংশধর দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। তাও প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগেকার কথা। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক পুরুষ। বর্তমানে জমিদারের বংশধররা সেই রাজ ঐতিহ্য সেভাবে ধরে রাখতে পারেননি। সেই সময়ের নন্দী বাড়ির দুর্গাপুজো আর এখানের পুজোর মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই। জমিদারি প্রথা না থাকলেও এখনও সেই ঐতিহ্যবাহী নাম রয়ে গিয়েছে নন্দী বাড়ির। সময় বদলে যাওয়ায় অন্যান্য সময় কেউ খোঁজখবর রাখেন না বিশেষ একটা। কিন্তু দুর্গাপুজোয় নন্দীদের দালানে প্রতিমা দর্শন করতে একবারের জন্য হলেও আসেন গ্রামের বাসিন্দারা।

পুজো ঘিরে চারদিন ধরে চলে বিভিন্ন ছোটখাট অনুষ্ঠান। পাকা ইটের দেওয়াল, চুন সুড়কির গাঁথুনির ওপরে কড়িকাঠের পাটাতন। সেই প্রাচীনকালের তৈরি জমিদার বাড়ি। বেশিরভাগ অংশই ভগ্নপ্রায়। কোনও রকমে টিকে আছে ওই দালানটুকু। একসময় দুর্গাপুজোয় গোটা গ্রামের ব্রাহ্মণ ভোজন ও নরনারায়ণ সেবা করাতেন নন্দী বাড়ির বংশধররা। যদিও আজ আর তার কিছুই হয় না।

নন্দী বাড়ির দুর্গাপুজোয় মহামায়া হর-পার্বতী রূপে পূজিত হন। দেবী এখানে দ্বিভুজা। সঙ্গে থাকেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কলা বউ, জয়া ও বিজয়া। তবে কোনও অসুরের মূর্তি থাকে না। সেই প্রাচীনকাল থেকেই একইভাবে এই হরপার্বতীর মূর্তি বংশ-পরম্পরা ধরে পূজিত হয়ে আসছে নন্দিবাড়ির দালানে। প্রতিপদে ঘট ওঠে। প্রাচীন প্রথা মেনেই দেবী দুর্গার আরাধনা হয়। কথিত আছে, কোনও একসময় আকাশে শঙ্খচিল উড়িয়ে দুর্গা আরাধনা শুরু হত। তারপর পুজোপাঠ করতেন কোন ও ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত নয়, স্বয়ং ব্রহ্মদৈত্য !

নন্দী পরিবারের বহু সদস্য বর্তমানে বিদেশে থাকেন। তাঁরা বিশেষ একটা এখানে আসেন না। হাটবসন্তপুর গ্রামের নন্দী বাড়িতেই থাকেন কিছু সদস্য, তাঁরাই এই পুজোটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পরিবারের বর্তমান সদস্য ৮০ বছরের প্রশান্ত কুমার নন্দী বলেন, 'বাপ ঠাকুরদার আমল থেকেই দেখে আসছি আমাদের পুজো। এখানে নবমীর দিন ছাগ বলি প্রথা চালু ছিল। কিন্তু একবার বন্যা হ ওয়ায় সে বছর ছাগ বলি সম্ভব হয়নি। তাই পুরোহিতের নিদান অনুযায়ী তখন থেকেই বলি বন্ধ হয়ে যায়। নন্দী বংশের সুখ-শান্তি বজায় রাখতে দেবী দুর্গার শান্ত মূর্তি হর-পার্বতী রূপে এখানে পূজিত হয়। এখানে একটি বিশেষ শঙ্খ ঠাকুর দালানে রাখা থাকে। সেই শঙ্খ বাজানো হয় মহালয়ার দিন থেকে। গ্রামের মানুষ শঙ্খের আওয়াজ শুনে বুঝে যায় নন্দী বাড়ির দুর্গা দালানে দেবীর আরাধনা শুরু হয়েছে। এই সকল প্রাচীন রীতিনীতি আজও আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে নন্দীবাড়ির মানুষ।'

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন একটি পিকআপ ভ্যানের চালক ও খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোরে কাঁকসার বিরুডিহা সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ওপর। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে ধাক্কা মারলে লরিটি রাস্তা থেকে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। আহত হয় পিকআপ ভ্যানের চালক ও খালাসি। অন্যদিকে, লরির চালক ও খালাসি অল্পবিস্তর আহত হন। দুর্ঘটনার জেরে দু' নম্বর জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that we have sold our **BMW** car number **WB-02AN-2721 on 31.07.2023** in as is where is condition to Premium Autoz of Sector 23, 3329, Gurugram, Gurgaon - 122017.

Any liabilities on account of the above car arising on and from the above date will be the sole responsibility of Premium Autoz.

Executive Director
Lookad (India) Pvt. Ltd.
6, Bishop Lefroy Road, Kolkata-700 020

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that we have sold our **Volkswagen Vento** car number **WB-02AG-6221 on 24.02.2023** in as is where is condition to OSL Exclusive Private Limited of 3A, Rammohan Mullick Garden Lane, Kolkata-700 010.

Any liabilities on account of the above car arising on and from the above date will be the sole responsibility of OSL Exclusive Private Limited.

Executive Director
Lookad (India) Pvt. Ltd.
6, Bishop Lefroy Road, Kolkata-700 020

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: 15শ দল, পিএস শ্রিজন টেক পার্ক, প্লট নং. 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - 700 091, জেলা 24-পরগনা উত্তর।
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুনপ্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL18000174	1. মেসার্স দত্ত স্পোর্টস হাউস 2. দেবার্ঘ্য দত্ত 3. দীপিকা দত্ত 4. দেবশ্রী দত্ত	পরিসর নং 78এ, গিরিশ পার্ক উত্তর, পোঃঅঃ - বিডন স্ট্রীট, থানা - গিরিশ পার্ক, কোলকাতা পৌর নিগম অধীনে ওয়ার্ড নং 25, জেলা - কোলকাতা - 700006, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অবস্থিতের ওপর থাকা কাঠামো সহ একত্রে 1 কাঠা 11 ছটাক 11 বর্গফুট হওয়া সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশ এবং নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ - পূর্ব : পরিসর নং 78বি, গিরিশ পার্ক উত্তর, কোলকাতা পশ্চিম : পরিসর নং 6/4, 6/5/1, 6/5, বলরাম দে স্ট্রীট উত্তর : পরিসর নং 77-74, গিরিশ পার্ক উত্তর দক্ষিণ : প্যাসেজ এবং পরিসর নং 79/1এ, 79/1সি, গিরিশ পার্ক এবং উহা অতিক্রম করে গিরিশ পার্ক উত্তর	27-03-2021	04-03-21 তারিখের হিসাবে টাঃ27,70,116.25 (সাতাশ লাখ সত্তর হাজার একশো ষোলো টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র)	29-09-2023 বাস্তবিক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 05.10.2023
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

লিঙ্ক না থাকায় কার্যত বন্ধ পোস্ট অফিস পরিষেবা

পোস্ট মাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পোস্ট অফিসে লিঙ্ক না থাকায় টাকা লেনদেন বন্ধ। দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ। পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলতে না পেরে অস্ত্রোপচার করাতে পারছেন না রোগী। দিনের পর দিন হয়রানি হয়ে অবশেষে পোস্ট অফিসে বিক্ষোভ দেখালো গ্রাহকরা। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন দেশবাসীকে ডিজিটাল ভারত উপহার দেওয়ার কথা ভাবছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দীর্ঘদিন লিঙ্ক না থাকায় ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত পোস্ট অফিসের গ্রাহকদের। চিকিৎসার জন্য নিজের সঞ্চয় করা টাকা পোস্ট অফিস থেকে তুলতে না পেরে হতাশায় ভুগতে হচ্ছে গ্রাহকদের। অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় সাত দিন ধরে স্থানীয় পোস্ট অফিসের লিঙ্ক না থাকায় কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পোস্ট অফিসের গ্রাহক পরিষেবা। যার ফলে তীব্র সংকটের মুখে পড়েছেন গ্রাহকরা। বাধ্য হয়ে পোস্টমাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় গ্রাহকরা। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার মাজদিয়ার মুখ্য পোস্ট অফিসে। গ্রাহকদের দাবি, গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখ থেকে পোস্ট অফিসের লিঙ্ক না থাকায় অফিশিয়াল কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] **পরিশিষ্ট F**
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সোনা খাজানা (ফ্রেশলাইট ইমপেক্স প্রা. লি. অধীনে একটি ইউনিট)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৪৮,৩৭,৫০৬.৯২ টাকা (দুই কোটি আটচল্লিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) টাকা এবং বার্ষিক ১১.৩৫ শতাংশ হারে অধার্য সুদ (এ/সি নং ৪০২৫৩০১১০০০০০৭০), ৯.২৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (এ/সি নং ৪০২৫৭০৪১০০০০০৭০), ১১.৩৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (এ/সি নং ৪০২৫৬৬০১০০০০০০৪) এবং ৯.৪৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (এ/সি নং ৪০২৫৭৫১১০০০০১৬০)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ২,৪৮,৩৭,৫০৬.৯২ টাকা এবং অধার্য সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মজুত স্বর্ণ, হিরা এবং অন্যান্য রত্ন সামগ্রি অবস্থিত ১৬৯ এ, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১২, থানা - মুচিপাড়া, পো-বউবাজার।
২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট ৩য় তলে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) জি-৪ তলা "গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে এরিয়া ১০২৬.৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং সংশ্লিষ্ট জমির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত প্লট নং ২০৩ বাঙ্গুর এভিনিউ,ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং -২৯,থানা-লেকটাউন,দক্ষিণ দমদম পুরভা অধীন, হোল্ডিং নং ৩৩৩/২ (পূর্বতন হোল্ডিং নং ২৩৭ দলিল অনুযায়ী) বাঙ্গুর এভিনিউ , ব্লক -এ, সি এস প্লট (দাগ) নং ১২৯৪ অংশ, খতিয়ান নং ৩০৪, মৌজা- কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭,আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, থানা- পূর্বতন রাজারহাট, দমদম বর্তমানে লেকটাউন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৫। ঠিকানায় **শ্রীমতি রেখা সিং এর নামে সমুদয় সম্পত্তি** রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-৮৩১১-১৯৯৩।

সম্পত্তির চৌহদ্দি

উত্তরে : প্রেমিসেস নং ২০৮, ব্লক এ, বাঙ্গুর এভিনিউ, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ২০৪ ব্লক এ,বাঙ্গুর এভিনিউ।

ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি

উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** করিডর (লিফট)।

৩. সমপরিমাণ বন্ধক এর সম্প্রসারণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ এবং ২বি সংশ্লিষ্ট সমুদয় ৩য় তল, জি-৫ তলা 'শ্যাম সাগর' ভবনে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং ২এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫ বর্গফুট কমবেশি, ফ্ল্যাট নং ২বি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২০ বর্গ ফুট কমবেশি, এবং ঢাকা কার পার্কিং স্পেস ১২০ বর্গফুট কমবেশি একতলায় উক্ত ভবনের এবং সংশ্লিষ্ট জমির যথাযথ ভাগ অংশ প্লট নং ৬৬, বাঙ্গুর এভিনিউ ব্লক -এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা- শ্যামনগর (পূর্বতন কৃষ্ণপুর), জেএল নং-৩২/২০ (পূর্বতন ১৭), তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, আরএস নং ১৮০, আরএস দাগ নং ১২৭৪/১৩৩২, আরএস খতিয়ান নং ৮৮০, ওয়ার্ড নং ২৯ (পূর্বতন ওয়ার্ড নং ২২) দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, বর্তমানে লেকটাউন থানা (পূর্বতন দমদম থানা) অধীন, এডিএসআরও বিধাননগর, সল্টলেক সিটি (পূর্বতন সাব রেজিস্ট্রি কাশীপুর দমদম অধীন) জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ঠিকানা অনুযায়ী **মেসার্স ফ্রেশলাইট ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে** রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-৭৩৭৪-২০১৯।

সম্পত্তির চৌহদ্দি

উত্তরে : বাঙ্গুর ব্লক এ, ৩০ ফুট চওড়া পুর বাই লেন, **দক্ষিণে :** প্লট নং ৭৭-ব্লক এ, বাঙ্গুর এভিনিউ, **পূর্বে :** প্লট নং ৬৭, ৬৮, এবং ৬৯, ব্লক এ বাঙ্গুর এভিনিউ, **পশ্চিমে :** প্লট নং ৬৫, ব্লক এ বাঙ্গুর এভিনিউ সমন্বিত।

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩
স্থান : বাঙ্গুর এভিনিউ
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

পুরুলিয়া শাখা (শাখা কোড - ৬২০০০)
ক্রিং প্লাজা, বি টি সরকার রোড (টাটা রোড)
কুকস কাম্পাউন্ড মোড়, পো - পুরুলিয়া
জেলা -পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

অস্থাবর সম্পত্তি / মিনি ট্রাক ৩১.১০.২০২৩ তারিখে বিক্রির সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ক্র. নং	শাখার নাম, যোগাযোগের ব্যক্তি ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি	ঋণগ্রহীতার নাম	ভেহিকেলের বিস্তারিত	দায়বদ্ধতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি	অকশনের তারিখ ও সময় / যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ	সুরক্ষিত ক্রেডিটরের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএস কোড	অকশনের ধরন এবং অকশনের স্থান
১.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া পুরুলিয়া শাখা **ঠিকানা :** ক্রিং প্লাজা, বি টি সরকার রোড (টাটা রোড) কুকস কম্পাউন্ড মোড়, পো- পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি - **purulia@unionbankofindia.com**	**ঋণগ্রহীতা : হরিবল কুমার**	রেজিস্ট্রেশন নং- **WB55A9389** রেজিস্ট্রেশনের তারিখ - **১৩.০২.২০১৯** মডেল : **TATALPT1412CRX 42WB BS-IV** বর্ষ : **২০১৯** ইঞ্জিন নং : **497TC41NRY838658** চেসিস নং : **MAT544061J7N26437** পর্যবেক্ষণের স্থান : **পুরুলিয়া শাখা**	**৮,৩২,৩৪৮.০৯ টাকা ০৩.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ,**	**ক) ৪,০০,০০০ টাকা খ) ৪০,০০০ টাকা গ) ৫০০০ টাকা**	**৩১.১০.২০২৩ সময় : দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত সম্প্রসারণ ব্যতীত** **৩০.১০.২০২৩ পর্যন্ত সময় বিকেল ৪টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**	এ/সি নং : **৬২০০০১৯৮০০৫০০০০** এ/সি নাম : **ইনওয়ার্ড আরটিজিএস** আইএফএস কোড : **UBIN0562009** শাখা : **পুরুলিয়া শাখা**	নিলামের পদ্ধতি : **ফিজিক্যাল অকশন** নিলামের স্থান : **পুরুলিয়া শাখা** যোগাযোগের ব্যক্তি : **শাখা প্রধান শ্রী অর্জুন কুমার দাস** মো : **৭৯৯১১৩৩২৯৬** ইমেল : **purulia@unionbankofindia.com**

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবরণ :

➢ অকশন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
➢ উপরের অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে যেমন আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে' শর্তে বিক্রি করা হবে।
➢ সুরক্ষিত ক্রেডিটর/ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তৃতীয় পক্ষের দাবির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
➢ দরদাতাদের তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
➢ ইচ্ছুক দরদাতাকে রিজার্ভ মূল্যের ১০% বায়না অর্থ জমা হিসাবে এনইএফটি/আরটিজিএস আকারে উপরে উল্লিখিত বিশদ বিবরণে বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট-ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, **পুরুলিয়া শাখার পক্ষে জমা দিতে হবে সন্ধ্যা ৬.০০টার মধ্যে ৩০.১০.২০২৩** তারিখ বা এর আগে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদেয় বা একটি লিখিত রসিদ পেতে।
➢ যার দর গৃহীত হবে তাকে বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে এবং তারপরে যে দরপত্র গৃহীত হয়েছে তার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদান না করা হলে বিড পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।
➢ ব্যাঙ্কের যে কোনো সময়ে অকশন বাতিল করার অধিকার রয়েছে।
➢ বিড ফর্ম পূরণ করার সময় দরদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা তাদের পরিচয় প্রমাণ এবং প্যান কার্ড অবশ্যই দিতে হবে।
➢ একক দর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, একমাত্র দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
➢ একবার বিড করলে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। এইভাবে ঘোষিত সফল দরদাতাকে ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি/ইন্টারনেট ট্রান্সফার/চেক সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে , আদায়, বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাপেক্ষে।
➢ পেমেন্ট সাপেক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে বিক্রয়কৃত সম্পদটি সফল দরদাতার কাছে সরবরাহ করা হবে যেখানে শর্ত রয়েছে পরিবহনের জন্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন চার্জ এবং প্রযোজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর সফল দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে।
➢ যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটার ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিড গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্তকরণ এবং সর্বজনীন অকশন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে, ব্যাঙ্ক অকশন বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
➢ অসফল দরদাতারা যারা ইএমডি জমা করেছেন তারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কোনো সুদ ছাড়াই একই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।
➢ পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞানের সর্বোত্তমভাবে, সম্পদের উপর কোন দায় নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়বদ্ধতা, শিরোনাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত।
➢ সম্পদ অকশনে রাখা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে যাচাই করতে হবে, পরবর্তীতে পাওয়া ভুল তথ্যের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
➢ অকশনের বিজ্ঞাপনটি সম্পদ বিক্রি করার জন্য ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক এর কারণ না দেখিয়ে অকশন বাতিল করার অধিকার আছে
➢ সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচ্য ব্যাঙ্কের বকেয়া বরাদ্দের জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে এবং এটি সমস্ত বকেয়া এবং অন্যান্য বকেয়া যদি থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব ব্যতীত, যার সবকটিই প্রস্তাবিত ক্রেতাকে তার নিজস্ব উৎস থেকে পরিশোধ করতে হবে/নিষ্পত্তি করতে হবে।
➢ দরদাতাকে নিলামের কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করতে হবে।
➢ হাইপোথেকার কোনো ত্রুটির জন্য ব্যাংক দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এর কোনো ওয়ারেন্টি নেই।

তারিখ: ০৫.১০.২০২৩
স্থান : পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজেপির ‘আমার মাটি, আমার দেশ’ কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার আসানসোলে

পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার দিল্লির বুকে পুলিশ দ্বারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়ক দের আটক করে দীর্ঘক্ষণ রাখার প্রতিবাদে যখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলনে নামেন তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা, ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হতে না হতেই বিজেপির ‘আমার মাটি, আমার দেশ’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বুধবার একপ্রকার রণক্ষেত্রের চেহারা দেখা গেল আসানসোল শহরের জিটি রোডে। বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ও জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হওয়া এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বিজেপির নেতা ও কর্মীরা জিটি রোডের তিনটি জায়গায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। আর এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিজেপির নেতা ও কর্মীরা ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন।

পুলিশের বাধা পেয়ে ঘটনার প্রতিবাদে বিধায়ক ও জেলা সভাপতির নেতৃত্বে বিজেপির নেতা ও কর্মীরা আসানসোল দক্ষিণ থানার সামনে ধরনা বিক্ষোভে বসে পড়েন। ধরনা ওঠাতে পুলিশ তাঁদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সমগ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুক্ষণ জিটি রোডে গাড়ি চলাচল একবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল জানান, দিল্লিতে যখন নাটক করতে গিয়েছেন তৃণমূলের দল, তখন তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি যা পুলিশের কাছে আগেই জানানো হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁদের কর্মসূচিতে তৃণমূলের নির্দেশে বাধা দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকায় তৃণমূলের দলদাস হওয়ার প্রমাণ আরও একবার সামনে এল।’

বুধবার সকালে জিটি রোডের পুরনো রামকৃষ্ণ মিশন মোড় সংলগ্ন শনি মন্দিরের সামনে থেকে কলসি নিয়ে ‘আমার মাটি, আমার দেশ’ কর্মসূচি শুরু হয়। মাথায় কলসি নিয়ে এর নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ও বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ স্থানীয় নেতৃত্ব এবং দলীয় কর্মীরা। কিন্তু আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের তরফে বিজেপির এই কর্মসূচিকে আটকাতে শনি মন্দির, ট্র্যাফিক কলোনি মোড় ও রাহালেন মোড়ে তিনটি ব্যারিকেড করা হয়। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও কমব্যাট ফোর্স। কিন্তু বিজেপির নেতা ও কর্মীরা পরপর তিন জায়গায় পুলিশের দেওয়া ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তা আটকানোর চেষ্টা করলেও, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিজেপি কর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকেন। এরপর বিজেপির নেতা ও কর্মীরা হেঁটে আসানসোল দক্ষিণ থানার সামনে এসে ধরনা বিক্ষোভে বসে পড়েন। এই ঘটনার দীর্ঘক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নার্সিংহোমে রোগী ভর্তির দাবি

দাবিমতো বাড়তি টাকা না দেওয়ায় অর্ধেক অপারেশন করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রোগী ভর্তি করেছিল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ, ওই কার্ডেই অস্ত্রোপচারের কথা ছিল বলে দাবি। কিন্তু অভিযোগ, অপারেশন টেবিলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবিমতো রোগীর পরিজনরা ২০ হাজার টাকা দিতে না পারায় মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হল অস্ত্রোপচার। অত্যন্ত অমানবিক এই অভিযোগ সামনে এসেছে বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর এলাকার একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বাঁকুড়া সদর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন রোগীর পরিজনরা।

জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা শেখ আলমগির বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারেন তাঁর গলব্লাডারে স্টোন রয়েছে। চিকিৎসকরা গলব্লাডারের স্টোন অস্ত্রোপচার করে বের করে দেওয়ার পরামর্শ দেন রোগীর পরিজনদের। খোঁজখবর নিয়ে সোমবার বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর এলাকার একটি নার্সিংহোমে রোগীকে অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন।

পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার অস্ত্রোপচার করার কথা ছিল। রোগী স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ভর্তি হওয়ায় রোগীর কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়ার কথা নয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের। কিন্তু রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, মঙ্গলবার রোগীকে অপারেশন টেবিলে তুলে অজ্ঞান করে ল্যাপরোস্কোপি পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার শুরু করার পর পরিবারের লোকজনের কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। নার্সিংহোমের দাবিমতো রোগীর পরিজনেরা সেই টাকা দিতে না পারায় অভিযোগ, অস্ত্রোপচার মাঝপথে থামিয়ে রোগীকে অপারেশন টেবিল থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। অত্যন্ত অমানবিক এই ঘটনার পর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়ে বাঁকুড়া সদর থানার দ্বারস্থ হন রোগীর পরিজনরা।

নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য রোগীর পরিজনদের তরফে তোলা বাড়তি টাকা চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবি ল্যাপরোস্কোপি পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে চিকিৎসক দেখেন, ওই অস্ত্রোপচারে জটিলতা রয়েছে। এই অবস্থায় অস্ত্রোপচার করতে গেলে রোগীর জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়। সে কারণেই মাঝপথে অস্ত্রোপচার স্থগিত করা হয়েছে। এর সঙ্গে টাকা দেওয়া বা না দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

মহানন্দা নদীর জল বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে, বানভাসিদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জলে ডুবেছে ইংরেজবাজার পুরসভার মহানন্দা নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। অনেক পরিবার ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর এই পরিস্থিতিতে মালদা শহরের মহানন্দা তীরবর্তী এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তদারকি চালাল জেলা প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বানভাসি পরিবারগুলির সঙ্গেও কথা বলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। বুধবার দুপুরে ইংরেজবাজার পুরসভার অন্তর্গত ৮, ৯ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর তীরবর্তী প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী সহ ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন এলাকায় জল জমার পরিস্থিতি কি রকম রয়েছে এবং যারা বানভাসি হয়েছেন তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে হয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, মহানন্দা নদীর জলস্তর বেড়েছে। এখন ডেঞ্জার লেভেল দিয়ে ওই নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে। নদী তীরবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করেন তারা বানভাসি হয়েছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে সেই সব মানুষদের আশেপাশের স্কুল এবং অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রাণ পরিষেবাও মিলেছে। এদিন সেইসব ব্যবস্থায় খোঁজখবর নিয়ে দেখা হয়েছে। বানভাসি মানুষদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী মালদায় ফ্লাড সেন্টারের কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। আশা করি চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার পুরসভার পক্ষ থেকে প্লাবিত এলাকার জলবন্দি নাগরিকদেরকে অস্থায়ীভাবে বিবেকানন্দ স্কুল ময়দানের পাশে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেককে আবার স্কুলেও রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৫০০টি ঘর জলবন্দী অবস্থায় রয়েছে বলে প্রশাসন ও পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকার বসবাসকারী পুর নাগরিকদেরকে ইতিমধ্যে সরিয়ে নিয়ে অস্থায়ী ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় পুর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: মঙ্গলবার রাতে উত্তরপাড়ার জিটি রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ পদযাত্রা হল। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবের নেতৃত্বে দিল্লিতে মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে এই পদযাত্রা। সঙ্গে বিক্ষোভ ও পথসভা। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব, কাউন্সিলর মৌসুমী বিশ্বাস, সন্দীপ দাস, অর্ণব রায় সহ অন্যান্য কাউন্সিলর। উত্তরপাড়ার সখের বাজার থেকে এই মিছিল পদযাত্রা ভদ্রকালী শিবতলা পর্যন্ত যায়। এছাড়া তৃণমূল সমর্থক ও নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভাঙল রাজ আমলের রাধাগোবিন্দ মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল রাজ আমলে তৈরি বর্ধমানের রাধাগোবিন্দর মন্দির। রাজ আমলে তৈরি পূর্ব বর্ধমানের মহন্তস্থলের রাধাগোবিন্দর মন্দিরটি রাজ বংশের গুরুদের জন্য তৈরি করা হয়। জরাজীর্ণ মন্দিরে পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সড়ক পথ। মন্দিরের পাশেই রয়েছে বর্ধমান হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ। জরাজীর্ণ এই মন্দিরটির সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন রাধা দামোদর ট্রাস্ট কমিটি। ভেঙে ফেলে রাখা হয়েছিল মন্দিরে একটি বড় অংশ। কোনও অজ্ঞাত কারণে মন্দির সংস্কারের কাজ বন্ধ রাখা হয় দীর্ঘদিন ধরে। চুন সুরকির তৈর আধভাঙা মন্দিরে তিনদিনের লাগাতার বৃষ্টির জল পড়ে। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে ভেঙে পড়ে চুন সুরকির তৈর রাধাগোবিন্দর মন্দিরের একাংশ।

এদিন পরিদর্শনে যান বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। নতুন করে ওই নির্মাণ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখেন। রাত দশটা নাগাদ মন্দিরে একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরা খবর দেন বর্ধমান সদর থানায়। মন্দিরের অংশটি রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ায় মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনার হাত থেকে সকলকে রক্ষা করতে ওই এলাকায় মোতায়ন করা হয় পুলিশ কর্মীদের। রাস্তার দু’পাশে বাঁশ দিয়ে পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ডিভিসির জলে আশঙ্কা মতোই প্লাবিত উদয়নারায়ণপুর এবং আমতার একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: হাওড়া ডিভিসির ছাড়া জলে আশঙ্কা মতোই প্লাবিত হল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা দু’নম্বর ব্লকের একাংশ। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকেই রূপনারায়ণ ও মুন্ডেশ্বরীর জল বিপদসীমার ওপরে পৌঁছে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে আমতা দু’ নম্বর ব্লকের ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া -চিৎনান গ্রাম পঞ্চায়েত দু’টি। এরপর দামোদর নদের জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করলেও, বুধবার সকাল থেকেই বাঁধ উপচে জল ঢুকতে শুরু করে উদয়নারায়ণপুর ব্লকের একটা বিস্তীর্ণ এলাকায়।

প্লাবিত হয়ে পড়ে অঞ্চল হরালি, কুড়চি শিবপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত। কুরচি শিবপুরের টোকাপুর থেকে উদয়নারায়ণপুর পর্যন্ত বাস রাস্তা উপচে চলে আসে দামোদর নদের জল এবং যত সময় যাচ্ছে ততই জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে উদয়নারায়ণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি না থামলে উদয়নারায়ণপুর ব্লকের সম্পূর্ণ এবং আমতা দু’নম্বর ব্লকের প্রায় অর্ধেকটা বন্যার জলে প্লাবিত হবে বলে আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলের।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতেই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে মাইকিং করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছিল। বুধবার সকাল থেকেই জলস্তর বৃদ্ধি পায় এই মুহূর্তে কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সকালবেলায় পৌঁছে যান হাওড়ার জেলাশাসক সহ এডিএম, পঞ্চায়েত ও জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা দু’নম্বর ব্লকের একাংশ। বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলার আধিকারিকরা। পাশাপাশি মোতায়েন রাখা হয়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণের। তবে বৃষ্টি না থামলে

পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে দুর্গত মানুষের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিন উদয়নারায়ণপুরে বক্তোতা ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা, সেচ দপ্তরের কাছে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দামোদরের পূর্বপাড়ের বাঁধ আরও উঁচু করার দাবি জানান। সমীরবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, দামোদরের পূর্ব পাড়ের বাঁধ যদি উঁচু করা হত, তা হলে এই জলটা উপচে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হত না। তবে এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী বলেও জানান এদিন।

বৃষ্টি এবং ডিভিসির জলে আরামবাগ, জাঙ্গিপাড়ার কৃষিজমি থইথই, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একদিকে যেমন ভাসছে উত্তরবঙ্গ, তেমনই প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এরইমধ্যে মেদিনীপুর থেকে আরামবাগ, রাজ্যের একাধিক প্রান্তে ভারী বর্ষণের জেরে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। নিম্নচাপের লাগাতার বৃষ্টিপাত ও ডিভিসির ছাড়া জলে আরামবাগ মহকুমায় কয়েক হাজার হেক্টর কৃষি জমি চলে গিয়েছে জলের তলায়। দেখা যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ জলের তলায় চলে গিয়েছে। মহকুমার একাধিক গ্রাম জলমগ্ন। তাতেই মাথায় হাত এলাকার কৃষকদের।

একই অবস্থা পাশের এলাকা জাঙ্গিপাড়ারও। দামোদর নদের জলে প্লাবিত হুগলির জাঙ্গিপাড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও মিলছে না সরকারি সহযোগিতা। এমনই অভিযোগ বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের। জাঙ্গিপাড়া ব্লকের রশিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকনা, সেনপুর , হরিহরপুর এবং পশপুর গ্রাম জলমগ্ন। পাশাপাশি রাজবোলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিটখেলা গ্রামও চলে গিয়েছে জলের তলায়। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হচ্ছে তাঁদের কর্মীরা ইতিমধ্যেই দুর্গতদের উদ্ধারে মাঠে নেমেছেন। তৈরি হয়েছে আশ্রয় শিবির। দু’টি আশ্রয় শিবিরে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিবারকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

অন্যদিকে হাওয়া অফিসের তরফে বলা হচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গেও পরিস্থিতি ক্রমেই আরও ভয়াবহ হতে পারে। পাশাপাশি দক্ষিণের বাকি সব জেলায় জারি কমলা সতর্কতা। বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গের ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ প্রমিলা বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকায় মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হলেন গ্রামবাসীরা। রীতিমতো গ্রামের প্রমিলা বাহিনী হাতে পোস্টার নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। গত দু’দিন ধরেই দফায় দফায় চলছে গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাড়ি এলাকায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় লাইসেন্সড দোকান থাকলেও আশেপাশের মদের আখড়া গজিয়ে উঠছে। অধিক রাত পর্যন্ত এই দোকান খোলা থাকার কারণেই অচেনা মানুষদের ভিড় বাড়ছে। এমনকি সমাজবিরোধী কার্যকলাপও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বাগবাড়ি এলাকার ওই লাইসেন্সড মদের দোকান অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই লাইসেন্সড মদের দোকান অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার দাবিতেই বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি গ্রামবাসীরা ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত রথবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতেও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত কয়েকদিন ধরে মাঝেমধ্যেই মহিলারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়েই মদের দোকান অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে রাস্তায় নামছেন।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, এলাকায় মদের ঠেক রয়েছে। এর ফলে এলাকায় বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়ে যাচ্ছে। স্কুল টিউশন পড়তে যেতে ভয় পাচ্ছেন এলাকার ছেলেমেয়েরা। মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে সন্ধ্যার পর গ্রামের রাস্তা দিয়ে মহিলারাও ঠিকমতো যাতায়াত করতে পারছেন না। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন গ্রামের মহিলারা।

যদিও লাইসেন্সড ওই মদের দোকানের মালিক সনৎ কুমার মণ্ডলের দাবি, ‘আমি অনেকদিন আগেই এই এলাকা থেকে দোকান স্থানান্তরিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছি। তবে যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ বাড়িতে খুচরো মদের ব্যবসা করেন। তাঁদের ব্যবসায় ঘাটতি হচ্ছে বলেই ভিত্তিহীনভাবে অন্যান্য মানুষদের বিক্ষোভে সামিল করিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।’ ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি যেহেতু আবগারি দপ্তরের অধীনস্থ। সুতরাং বিষয়টি জেলা আবগারি দপ্তর তদন্ত করে দেখছে।

বাঁকুড়ায় আগাম জামিনের আবেদন খারিজ লালার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদালতে রক্ষাকবচ মিলল না লালার। কয়লা কাণ্ডে অনুপ মাজি ওরফে লালার আগাম জামিনের আবেদন ফের খারিজ করে দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। বুধবার লালার জামিনের আবেদন নিয়ে শুনানি শেষে জেলা বিচারক মনজ্যোতি ভট্টাচার্য এই নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৭ সালের ১৫ জুলাই মাসে মেজিয়া থানার কালিকাপুরে অবৈধ কয়লা পাচারকাণ্ডে অনুপ মাজি ওরফে লালার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন

আইনজীবী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেস নম্বর ৭৩/১৭ মেজিয়া। লালার নামে ৩৭৯/৪১১/ ৪১৩/ ৪১৪/৪০২/১২০ বি ধারায় মামলা হয়। যদিও দীর্ঘদিন অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আইনজীবি রথীন দে এই খবর জানিয়ে দাবি করেন, মেজিয়া থানা এলাকায় কয়লা পাচারের একটি মামলায় অনুপ মাজি ওরফে লালা বাঁকুড়া জেলা আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা বিচারক ওই আবেদন খারিজ করেছেন বলে তিনি জানান।

বছরে দু’বার মা দুর্গা পূজিত হন গড়বাড়ির রাজবাড়িতে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: হুগলির আরামবাগের গড়বাড়ির রাজবাড়ি। অন্তত ছ’শো বছরের পুরনো এই বাড়ির দুর্গাপুজো ঘিরে রয়েছে নানা জনশ্রুতি। শরৎকালে নিয়ম মেনে রাজবাড়িতে যেমন মা দুর্গার আরাধনা হয়, তেমনই চৈত্র মাসে পুজো হয় দিঘির মন্দিরে। শোনা যায়, একবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। দিঘির জল থেকে দেখা গিয়েছে নতুন শাঁখা পরা দশ হাত। তারপরেই চৈত্রে আরও একবার পুজোর সূচনা।

আঞ্চলিক ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় নানা ঘটনা। লোকমুখে এখনও ছড়িয়ে পড়ে নানা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা। গড়বাড়ির রায়েদের এই ঐতিহ্যময় পুজোর কথা রামকৃষ্ণ কথামৃততে উল্লেখ আছে বলে দাবি রাজপরিবারের সদস্যদের।

এ পুজোর শুরু সঙ্গে জড়িয়ে স্বপ্নাদেশ। জানা গিয়েছে, রাজপুতনা থেকে এক সিদ্ধ পুরুষ রনজিৎ সিংহ তৎকালীন আরবানগরীর গড়বাড়ি নামে এক জনপদে আসেন। বর্তমানে এটি আরামবাগ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। তখন চারদিকে ঘন জঙ্গল। বন জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিদারির পত্তন হয়। রনজিৎ সিংহকে সে সময় সকলেই রাজা বলে জানত ও মানত। পরবর্তী ক্ষেত্রে রায় নারায়ণ উপাধি পেয়ে তিনি হলেন রনজিৎ রায়। তিনি একাধারে একজন রাজা হলেও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

জনশ্রুতি, রাজার কোনও সন্তান ছিল না। একদিন রাজার সাধনায় তুষ্ট হয়ে মা দুর্গা স্বয়ং শিশু কন্যা রূপে তাঁর বাড়তি এসেছিলেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঘন জঙ্গল থেকে শিশু কন্যা রুপী মা দুর্গাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন রাজা রনজিৎ রায়। দেবী দুর্গা তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যতদিন না তুই নিজে চলে যেতে বলবি ততদিন তোর ঘরে মেয়ে হয়ে থাকব। চলে যেতে বললে আর কখনও ফিরে আসবো না। মেয়েকে নিয়ে বেশ কয়েক বছর রাজা রনজিৎ রায়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটছিলো। একদিন রাজা তাঁর রাজকার্য নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। মেয়ে খুব বিরক্ত করছিলো। রাজার মনঃসংযোগ ক্ষুন হচ্ছিলো বলে তিনি নিজেও বিরক্ত হলেন। সেই সময় মেয়ে রূপী মা দুর্গা রনজিৎ রায়কে জানান,আমার কথা না শুনলে আমি চলে যাবো। বারবার মেয়ে রাজাকে এই কথা বলায়, রাজা রণজিৎ রায় কিছু না ভেবেই বলেন, ‘যা তোর যেখানে খুশি।’ তারপর অনেকক্ষন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অবশেষে একজন শাঁখাড়ি এসে রাজাকে বলেন, ‘তোমার মেয়ে আমার কাছে শাঁখা পড়েছে, তার দাম দাও। মেয়ে বলেছে কুলুঙ্গিতে পয়সা রাখা আছে। এরপরই রাজা তার ভুল বুঝতে পেরে শাঁখারির কাছে কোথায় মেয়ে আছে তা জানতে চাইলেন। শাঁখারি তাকে রাজার খনন করা দিঘির পাড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েকে দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। যখন বুক চাপড়ে মা দুর্গাকে ডাকতে লাগলেন তখন দিঘির মাঝখান থেকে তুন শাঁখা পড়া দশটি হাত দেখা যায়। কিছু সময় পরই তা মিলিয়ে যায়। এই অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো চৈত্র মাসের আম্রবারনীর দিনে। সেই থেকে চৈত্র মাসেও দুর্গা পুজো হয় দিঘির মন্দিরে এবং দানমেলা বসে। পাশাপাশি শরৎকালেও রাজবাড়িতে ঐতিহ্য মেনে দুর্গা পুজো হয়।

বর্তমানে রাজার রাজত্ব না থাকলেও প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে পুজো পাঠ হয়। রাজবাড়ীর বংশধরেরা এই সময় মিলিত ভাবে এই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। রীতি মেনে নৈবেদ্যতে ১৬-১৮ মন আতপ চাল থাকে। ছাগ বলি থেকে শুরু করে প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে, এমনটাই জানান রনজিৎ রায়ের বংশধর দীপক কুমার রায়।

ইডিকে 'প্রতিহিংসাপরায়ণ' বলে তীব্র ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: ফের সুপ্রিম কোর্টে কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। শীর্ষ আদালত ঘুরিয়ে বলেই দিল, ইডির তদন্ত প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হচ্ছে না। তদন্তকারী সংস্থার প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া উচিত নয় বলে মত শীর্ষ আদালতের।

শীর্ষ আদালত সাফ বলছে, ইডির প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। নিরপেক্ষতার সঙ্গে কোনওভাবেই আপস করা উচিত নয়। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'ইডির কোনওভাবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত সবসময় তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে। এবং সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার নিদর্শন হওয়া উচিত।'

সুপ্রিম কোর্টে ইডির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন গুরুগ্রামের এক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির দুই ডিরেক্টর। অর্থ তছরুপের মামলায় এমথ্রিএম গ্রুপের দুই ডিরেক্টর বসন্ত বনসল এবং পঙ্কজ বনসলকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির সেই গ্রেপ্তারির পিছনে প্রতিহিংসা কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা। প্রথমে তাঁরা মামলাটি করেন পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে। সেখানে সুরাহা না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলাতেই শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ইডি এই মামলায় সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেনি। বসন্ত বনসল এবং পঙ্কজ বনসলকে ইডি গ্রেপ্তার করেছিল তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, স্রেফ তদন্তে অসহযোগিতা গ্রেপ্তারির যথেষ্ট কারণ হতে পারে না।

সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার ইডির ভূমিকা আতসকাচের তলায় এসেছে। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করছেন, ইডিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে কেন্দ্র সরকার। এর মধ্যে শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

বেটিং কেলেঙ্কারি মামলায় রণবীর কাপুরকে তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুরকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মহাদেব বেটিং কেলেঙ্কারি মামলার তদন্তে, আগামী ৬ অক্টোবর তাঁকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তের মুখে থাকা এই বেটিং অ্যাপটির হয়ে প্রচার করেছিলেন রণবীর কাপুর। শুধু তাই নয়, এই অ্যাপটির অন্যতম মালিক সৌরভ চন্দ্রকরের বিবাহের অনুষ্ঠানেও রণবীর উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ডিসেম্বরেই তাঁর অভিনিত 'অ্যানিম্যাল' ফিল্মটির মুক্তি পাওয়ার কথা। তার আগে ইডির ডাক পেলেন রণবীর। সূত্রের খবর, বলিউডের আরও অন্তত ১৭ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপর ইডির নজর রয়েছে। এই মামলার সঙ্গে তারাও যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। প্রয়োজনে তাদেরও ডেকে পাঠানো হতে পারে।

রণবীর কাপুর ছাড়াও, ইডির স্ক্যানারে আছেন আতিফ আসলাম, রাহাত ফতে আলি খান, আলি আজগর, বিশাল দাদলানি, টাইগার শ্রফ, নেহা কক্কর, এলি আব্রাম, ভারতী সিং, সানি লিওনি, ভাগ্যশ্রী, পুলকিত শর্মা, কীর্তি খারবান্দা, নুশরত ভারুচা, কৃষ্ণা অভিষেক প্রমুখ

বলি তারকারা। এই ব্যক্তিদের হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

তাস, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবলের মতো বিভিন্ন লাইভ গেমের উপর অবৈধ বাজি ধরার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছিল। এমনকী, ভারতের বিভিন্ন নির্বাচনেও বাজি ধরার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এই অ্যাপে। তিন পাত্তি, ড্রাগন টাইগার, ভার্চুয়াল ক্রিকেট গেমের মতো কিছু তাসের খেলাও খেলা যায় এই অ্যাপে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে জানা গিয়েছে, মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপের মালিকদের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং হাওয়ালা অপারেশনের যোগসাজশ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাছাড়া, পাকিস্তানের সঙ্গেও অ্যাপ মালিকদের যোগ রয়েছে বলে অনুমান ইডির। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই বেটিং সংস্থার জাল ছড়ানো আছে। তাই এর তদন্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলির সাহায্য চাইতে পারে ইডি।

সৌরভ চন্দ্রকর এবং রবি উৎপল নামে দুই ব্যক্তি এই সংস্থা তৈরি করেছিলেন। দুবাই থেকে চলত তাদের কর্মকাণ্ড। তবে, বেটিং অ্যাপের আড়ালে আসলে জালিয়াতি ব্যবসা চালাচ্ছিল তারা। এমনই অভিযোগ রয়েছে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে নতুন ব্যবহারকারীদের নথিভুক্ত করা, ব্যবহারকারীদের আইডি তৈরি এবং বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তহবিল তছরুপ করা হক বলে অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ভাবে অন্তত ৫,০০০ কোটি টাকা সরানো হয়েছে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্তে কলকাতা, ভোপাল এবং মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৪১৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, ওই অর্থের পাশাপাশি তল্লাশিতে অপরাধেরও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

'২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বাংলাকে'

দাবি গিরিরাজ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: ১০০ দিনে কাজের বকেয়া কাজের টাকা আদায় করতেই দিল্লিতে ধর্না দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখার করার। কিন্তু মঙ্গলবার কৃষিভবনে ধর্না দিতে গিয়েই আটক হন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতৃত্ব। এদিকে, গতকাল রাতেই কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি দাবি করেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটা অবধি বসে থাকার পরও কেউ দেখা করতে আসেননি। পাল্টা জবাব দেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মাঝে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুলুমবাজি চলছে।'

এ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, 'দিল্লিতে যেভাবে কৃষি মন্ত্রককে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনকে রাত সাড়ে আটটা অবধি দপ্তরে অপেক্ষা করানো হয়। কোনও সাংসদ বা মন্ত্রী দেখা করতে আসেননি। ৫০০ লোক নিয়ে যেখানে সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। অরাজকতা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা-রাজে অরাজকতা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে ২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। শুধু এমজিএনআরইজিএ-তেই ৫৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির আখাড়া হয়ে উঠেছে। এই লুঠ লুকোতেই অরাজকতা করছে। ওই চুরিকে ঢাকতেই এইসব করা হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয়

প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন নিজের দপ্তরের একটি ভিডিও পোস্ট করেন এক্সে। সেই পোস্টের ক্যাপশনে লেখেন, 'আড়াই ঘণ্টা সময় নষ্ট হল। তৃণমূল সাংসদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। রাত সাড়ে আটটা অবধি অপেক্ষা করে বের হলাম। সন্ধে ৬টায় আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় নিয়েছিল তৃণমূলের সাংসদ-মন্ত্রীরা।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই দাবিকে মিথ্যা বলে দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন সাধ্বী নিরঞ্জন।

ভারতের সঙ্গে সমস্যা বাড়াতে চায় না কানাডা, আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করল ট্রুডো সরকার

ওটায়া, ৪ অক্টোবর: ভারতের সঙ্গে দৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছে কানাডা। দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ভারতের সঙ্গে সমস্যা বাড়াতে চায় না তাঁর সরকার। সেই জন্য গোপনভাবে ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন কানাডা সরকারের প্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত, সাতদিনের মধ্যে কানাডার কূটনীতিকদের ফেরত যেতে নির্দেশ দিয়েছে ভারত, এরকম খবর ছড়িয়ে পড়ে। তারপরেই ভারতের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করে কানাডা সরকার।

ভারতে মোট ৬১ জন কানাডিয়ান কূটনৈতিক রয়েছেন। তার মধ্যে ৪০ জনকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে ভারতে থাকা কানাডার কূটনীতিকদের দেশে ফিরে যেতে হবে, ট্রুডো সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছে ভারত। অর্থাৎ ফেরানো হলে মাত্র ২০ জন কানাডার কূটনীতিক ভারতে থাকবেন। এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীর বক্তব্য, কানাডায় ভারতের যে সংখ্যক কূটনীতিক রয়েছেন, নয়াদিল্লিতে কানাডার কূটনীতিকদের সংখ্যা তারচেয়ে অনেকটাই বেশি। দুই দেশের মধ্যে সমতা রাখার জন্যই ৪০ জন কূটনীতিককে ফেরানের নির্দেশ দিয়েছে ভারত।

যদিও এই খবরের সত্যতা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি ট্রুডো। তবে দুই দেশের সম্পর্কে শান্তি বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ট্রুডো বলেন, আমরা অশান্তি বাড়াতে চাই না। আমি আগেও বলেছি, এই কঠিন সময়ে ভারতের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন

কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলি। তিনি বলেন, দেশের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কানাডা খুবই চিন্তিত। তাই ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে চাই আমরা। তাই গোপনেই ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা হবে। আমরা মনে করি, এই ধরনের আলোচনা গোপনভাবে হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

ভেনিসে ব্রিজ থেকে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, আগুনে ঝলসে মৃত ২১

ভেনিস, ৪ অক্টোবর: উত্তর ইতালির ভেনিসের কাছে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত পক্ষে ২১ জনের। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতালির একটি যাত্রীবাহী বাস মেস্ট্রি জেলায় একটি রেলপথ অতিক্রম করার সময় আগুন ধরে গেলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বাসটির যাত্রীরা ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, ইউক্রেন এবং জার্মানি থেকে আসছিলেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর সরকার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে রয়েছে।

অবৈধ আফগান অভিবাসীদের পাকিস্তান থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি

আফগানিস্তান, ৪ অক্টোবর: জেহাদি নেটওয়ার্কের মাঝখানে পাকিস্তান মাকড়সা! আর মাকড়সা নাকি কখনও নিজের জালে জড়ায় না। কিন্তু ইসলামাবাদের অবস্থা শোচনীয়। 'মানসপুত্র' তালিবদের কাবুল দখলে মদত দিয়ে এবার হাত কামড়াচ্ছে দেশটি। কারণ, তালিবান শাসনে তুঙ্গে পৌঁছেছে সংঘাত। দুই দেশের মধ্যে ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ।

এবার অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে সংঘাতে জড়িয়েছে দুই পড়শি দেশ। মঙ্গলবার অবৈধ আফগান অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তানের কেয়ারটেকার সরকার। এই কাজের জন্য ১ নভেম্বর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে পাকিস্তানে প্রায় ১০ লক্ষ ৭০ হাজার আফগান অভিবাসী রয়েছে। ইসলামাবাদের এহেন পদক্ষেপে রীতিমতো খেপে লাল তালিবান। প্রত্যাঘাতের হুমকিও দিয়েছে মোল্লা আখুন্দজাদার দল। বুধবার আফগান তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ এক্স হ্যান্ডেলে লেখে,

ক্ষুব্ধ তালিবান সরকার

'আফগান শরণার্থীদের প্রতি পাকিস্তানের এই আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।'

উল্লেখ্য, এর আগে সীমান্ত নিয়ে সংঘাতে জড়ায় পাক সেনা ও আফগান তালিবান। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুটি পৃথক ঘটনায় পাক সীমান্ত লাগোয়া আফগানিস্তানের নিমরোজ ও নানগরহার প্রদেশে সীমান্ত বরাবর বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে পাকিস্তানি ফৌজ। কিন্তু সেই ফেন্সিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় সেখানে মোতায়েন তালিবান সীমান্তরক্ষীরা। শুধু তাই নয়, বাধা দিলে পাক ফৌজিদের গুলি করারও হুমকি দেয় তারা।

প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগ করেছে পাকিস্তান। আর অতীতকাল থেকেই সেই সীমান্ত নিয়ে সংঘাত চলছে কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে। ১৯৪৭ সাল থেকে কোনও আফগান সরকার ডুরান্ড লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাক নীতিনির্ধারকরা মনে করছিলেন তালিবান ক্ষমতায় এলে তারা সেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিল জেহাদিরা।

প্রথম দুই আসন বিশিষ্ট তেজস বিমান পেল ভারত

বেঙ্গালুরু, ৪ অক্টোবর: ভারতের হাতে এল প্রথম দুই আসন বিশিষ্ট তেজস বিমান। বুধবার হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড এই অত্যাধুনিক তেজস ট্রেনার বিমানটি তুলে দেয় বায়ুসেনার হাতে। দেশীয় প্রযুক্তিতে বিমান তৈরিতে আরও এক ধাপ এগোল দেশ। এই বিষয়ে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই আসন বিশিষ্ট এই অত্যাধুনিক তেজস প্রশিক্ষণ বিমানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বায়ুসেনার প্রশিক্ষণে সাহায্যের জন্য এটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও কাজে লাগানো যাবে এই বিমানটিকে। এর আগে ভারতের হাতে ছিল সিঙ্গল সিট তেজস যুদ্ধবিমান। এবার দেশের মাটিতেই তৈরি হল টুইন সিট তেজস। এদিন এই যুদ্ধবিমান হস্তান্তর করার জন্য বেঙ্গালুরুর হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকসের সদরদপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় ভাট। বায়ুসেনার হাতে এই তেজস তুলে দেওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে নতুন পালক যুক্ত হল।

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
Corrigendum
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-08 of 2023-24 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for SUPPLY AND DELIVERY AT SITE OF 1(ONE) NUMBER 3000 LITERS CAPACITY 2 (TWO) WHEELED CESSPOOL EMPTIER/ SEPTIC TANK VACUUM CLEANER TOED BY TRACTOR & 1 (ONE) NUMBER 1000 LITERS CAPACITY VEHICLE DRIVEN CESSPOOL FOR BASIRHAT MUNICIPALITY IN WEST BENGAL.
e-Tender Closing Date : **13/10/2023 at 6.00 PM**. and opening Date : **16/10/2023 at 10.00 AM.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

Office of the Prodhan
Harisara Gram Panchayat
Vill + P.O. Gorola, Dist. Birbhum
Sainthia, Panchayat Samity
e-Tender
e- Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the works. Details information are available in **www.tenders.gov.in** website.
Sd/- Prodhan
Harisara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Quotations are invited from reputed Architect for Architectural job and Contractors for Construction of G+4 storied building for Kedarnath CHSL, Block No. AA-IIB in Newtown, Kolkata. Online Quotations are to be submitted latest by **7/10/2023**. Please email your tender to **tender.chslnewtown@gmali.com.** The selection process is the discretionary part of the Society.

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet
Under Kakdwip Dev. Block
Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.- 188/10(e)/RBCGP/ XVFC / 2023, 189/11(e)/RBCGP/ XVFC / 2023, 190/12(e)/RBCGP/ XVFC/ 2023, 191/13(e)/RBCGP/ XVFC / 2023** last bid submission date is **04/10/2023 till 18:00 pm.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
S/D Pradhan
Rishi Bankimchandra Gram Panchayat

OFFICE OF THE
AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
CHANGES THE CRIRTICAL DATES OF THE FOLLOWING NOTICE
NOTICE INVITING e-TENDER NO.: 04/AMLAI/2023-2024, 05/AMLAI/2023-2024
Dated:-04/10/2023
Publishing date:- **05/10/2023 (11.00 a.m).** Document download start Date & Time:- **05/10/2023 (11.00 a.m)** Document download end Date & Time:- **11/10/2023 (11.00 a.m).** Bid submission start Date & Time:- **05/10/2023 (11.00 a.m).** Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid. :- **11/10/2023 (11.00 a.m).** Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat :- **13/10/2023 (11.00 a.m)**
Details see:- www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

Patashpur-II Panchayat Samiti
Purba Medinipur
e- Tender Notice
The undersigned is inviting E-Tender for Installation of Mini High Mast Play Ground LED Light at Tikrapara A.M High School Play Ground JL No. 247 ,Plot no. 15. **fund of BEUP** . Intending bidders may visit e-procurement portal **www.wbtenders.gov.in** or office notice board of the undersigned for details of the tenders.
Sd/- Executive Officer ,
Patashpur II Panchayat Samiti

e-Tender Inviting Notice
Various development work (19 nos) Debra Development Block.
e-N.I.T. No.:- 9 of 2023-24 (Memo No.- 3944/BDO-Deb, Dated- 27.09.2023)
e-N.I.T. No.:- 10 of 2023-24 (Memo No.- 4025/BDO-Deb, Dated- 03.10.2023)
Last Date & Time of submission tender documents:- **(13.10.2023 upto 18:00 hrs.e-NIT – 9 &10)**
Details may be had from the office in official date & time &, **www.wbtenders.gov.in,**
Sd/-
Block Development Officer
Debra Development Block

NOTICE INVITING TENDER
Undersigned **NIeT No.:- 38/BDO Kh-II/2023-23, Date: 27.09.2023** for 07 Nos. AWC Building under Khanakul-II P.S area. Last date of bids ends on**: 13.10.2023 up to 06.00 PM. 37/EO Kh-II/2023-24, Date: 04.10.2023** for 9 Nos. Submersible Pump under Khanakul-II PS area. Last date of bids ends on**: 11.10.2023 up to 11.00 AM & 39/EO Kh-II/23-24, Date: 04.10.2023** for 1 no. Concrete Road. Last date of bids ends on **30.10.2023 up to 06.00 PM & 40/EO/ Kh-II/23-24, Date: 04.10.2023,** E Cart Vehicle. Last Date of bids ends on: **30.10.2023 up to 01:00 PM. For NIeT No.: 41/EO Kh-II/2023-24, Date: 04.10.2023** for ACR Hirapur Sidduia. Last date of Bids end on: **30.10.2023 up to 01.00 P.M for detail visit wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO & BDO
Khanakul-II Panchayat Samity, Hooghly

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **Memo No.: 121/ 2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-10/2023-24 (Sl. 1 to 2), Date: 04.10.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **04.10.2023 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **11.10.2023 up to 06:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **16.10.2023 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

E-Tender Notice
The Prodhan Chandpur G.P. invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors and outsiders for NIeT No- 11/CGP/2023-24 (Tied), Memo No- 214/CGP, Dt. 29-09-2023, NIet No.-12/CGP/2023-24 (Un-Tied), Memo No.- 215/ CGP, Dt. 29-09-2023, NIeT- 13/CGP/2023-24 (Tied), Memo No. 216/CGP, Dt- 29-09-2023, NIeT No. 14/CGP/2023-24, (Un-Tied), Memo No.- 216/ CGP, Dt- 29-09-2023. Last date of bid submission on or before 10-10-2023 (upto 12:00 pm) for details please visit- **http://wbtenders.gov.in**
S/D Pradhan, Chandpur G.P.
Nowda, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৩/৪২। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-কেজিপি-সাউথ-৩৫-২০২৩,** এডিইএন/বিএলএস-এর আওতাধীনে হলদিপাড়া-বালাসোর শাখার মধ্যে কিমি ২২২/৮-১০-এ নিধিপগুা ব্রীজ (ব্রিজ নং ২৫৯)-এর নিকটে সাবওয়ে নির্মাণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,৩৭,৯৮,৮০০.৫৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৬৯,০০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৯-২০২৩,** এডিইএন/ঝাড়গ্রাম-এর অধীনে কেকেকিউ (ব্যতীত)-সিকেইউ (ব্যতীত) শাখায় ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরনের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সমেত নতুন কাজ সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন ও পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতি কাজ, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ প্রভৃতি ৫,০০,০০০ টাকার অনতিরিক্ত প্রতিটি কাজ। (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯০,০০,০৯৬.৬২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৫,০০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪০-২০২৩,** সিনি ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন ঃ (১) হাওড়া-খড়গপুর-টিটিআর (এফএস + টিডব্লুএস + ডব্লুসিএমএসসি)-৪৯ সেট এবং টিটিআর (ডিএস) - ১৮ সেট (২) হাওড়া-সাঁতরাগাছি জং-টিটিআর (এফএস + সিএস + সিএমএসসি) - ২৩ সেট (১ঃ৮.৫) (৩) খড়গপুর-ভদ্রক-টিএসআর (পি)-২.২৮১ টিকেএম এবং বাগনান-বালিচক-টিএসআর(পি)-২১.৬৫০ টিকেএম। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৮৪,০৮,৪৩৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৪২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১৭.১০.২০২৩ এবং ক্র. নং ২ ও ৩-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১৯.১০.২০২৩। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ৯ মাস, ক্র. নং ২-এর জন্য ২৪ মাস এবং ক্র. নং ৩-এর জন্য ১৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ০৩.১০.২০২৩ থেকে ১৭.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত এবং ক্র. নং ২ ও ৩-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ০৫.১০.২০২৩ থেকে ১৯.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-663)

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from bonafied resourceful contractor for different development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit GP office.
NIT No.: 193/Sing-II/2023-24 (Sl.-1-3), Date: 30.09.2023, Fund: 15th FC
NIT No.: 194/Sing-II/2023-24 (Sl.-1-9), Date: 30.09.2023, Fund: 15th FC
Date of Sale of Tender Form: On any working day from **04.10.2023 to 13.10.2023 (from 11:00 AM to 02:00 PM).** Last Date of Dropping: On or before **17.10.2023 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender: **17.10.2023 at 03:00 PM.**
Sd/-
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 71(e)/ 2023-24, Dated- 20.09.202, Tender ID: 2023_MAD_574154_1, 2023_MAD_574154_2, 2023_MAD_574154_3, 2023_MAD_ 574154_7 & 2023_MAD_ 574154_8. The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tenders are hereby extended up to **09.10.2023** and Bid Opening Date will be **12.10.2023. For details please log on to www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/093/1020/EO/2023-24 Dated-03/10/2023.
Tender ID : 2023 ZPHD 583673_1102 has been floated Development of Pavement work fund BEUP - (2021- 22) 269 under Purbasthali-1 P.S.
2. Tender Reference **No-P-1/094/ 1025/ EO/2023-24 Dated- 04/10/2023** has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at difference plate under Purbasthali-I P.S.
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/ Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

Simlagarh Vitasin Gram Panchayat
Champahati, Simlagarh, Pandua, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide **NIT No: 04/SVGP/23-24** (01 Nos Scheme), **05/SVGP/23-24** (06 Nos Scheme), **06/SVGP/23-24** (06 Nos Scheme), **Date: 04/10/2023** are invited by the Prodhan SVGP, from reliable and bonafied Tenderer for work under 15th FC. Tender fees & EMD by Online from **05/10/2023, 09:00 AM to 11/10/2023 up to 11:00 AM.** Bid submission closing online on **11/10/2023 at 11:00 AM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Simlagarh Vitasin Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: i) WB/HWH/BAJPS/CAGP/NIT-01/23-24, ii) WB/HWH/BAJPS/CAGP/NIT-02/23-24, iii) WB/HWH/BAJPS/CAGP/NIT-03/23-24 & iv) WB/HWH/BAJPS/CAGP/NIT-04/23-24, Date: 29.09.2023. Fund: 15th FC (TIED & UNTIED).** Bid Submission Start Date: **30.09.2023 at 12.00 PM.** Last date of Bid submission : **06.10.2023 at 06:00PM,** Date of Opening: **09.10.2023 at 11.00 AM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd./-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-47/2023-24
Exe. Engg., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work Tender ID No. 2023_ADDA_584260_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engg.(Civil), ADDA, Durgapur.
Sd/-
Executive Engineer, ADDA, Durgapur

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-90 (2nd Call), 104 to 108 /23-24 Dated- 04-10-2022
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Consultancy service, Civil & Electrical works at Purba Medinipur, Burdwan, Nadia, North 24 Parganas, Alipurduar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **04-10-2023 after 6.30 pm.** Bid submission end date- **13-10-2023 and 17-10-2023 before 6.00 pm** as per NIeT.
Date : 04.10.2023 Sd/- Executive Engiueer

আজ শুরু ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ

এবছর বিশ্বকাপের টিকিট দিতে পারবেন না, জানালেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাকি চেয়ে লজ্জা দেবেন না, দোকানে এমন কিছু দেখেছেন নিশ্চয়ই? এই লেখা থাকলে আপনি কী করেন? নিশ্চয়ই বাকিটাকি আর চান না। সময়ের সেরা তারকা বিরাট কোহলিও ঠিক এমন কিছু লিখেই সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। না, নিশ্চয়ই তিনি কোনো দোকান নিয়ে বসেননি। তাহলে কোহলি কেন এমন কিছু বললেন?

মূলত বিশ্বকাপ শুরুর আগে টিকিট চাওয়া বন্ধুবান্ধবকে একটু সতর্কবার্তা দিয়ে রেখেছেন এই ক্রিকেটার। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কোহলি যা বলেছেন, তার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়;টিকিট চেয়ে লজ্জা দেবেন না। এর আগে কোহলির সতীর্থ লোকেশ রাহুলও একই বার্তা দিয়েছিলেন। আজ থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ, এক যুগ পর যে

আসর বসছে ভারতের মাটিতে। এবারের বিশ্বকাপে টপ ফেবারিট ভারত। শক্তি, সামর্থ্য আর পরিচিত কন্ডিশন;সব মিলিয়ে ভারতকে ফাইনালে দেখছেন অনেকেই। এমন শক্তিশালী ভারতকে টিভির পর্দায় না দেখে গ্যালারি থেকে দেখতে চান বেশির ভাগ সমর্থক। কিন্তু ১৪০ কোটি মানুষের দেশে বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া তো সহজ কম্ম নয়। তাই আরাধ্য টিকিট পেতে ক্রিকেটারদের পরিবার, বন্ধুবান্ধবের অনেকেই ক্রিকেটারদের সাহায্য নেন। তবে এই মুহূর্তে এই সব ঝামেলা পোহাতে চাইছেন না কোহলি। সোজাসাপটা জানিয়ে দিয়েছেন, 'যেহেতু বিশ্বকাপের দিকে এগোচ্ছি, আমার সব বন্ধুদের আমি জানিয়ে রাখতে চাই, আমাকে পুরো টুর্নামেন্টে টিকিটের জন্য কেউ অনুরোধ করবেন না। বাসা থেকে উপভোগ করুণ (হাসির ইমোজি)।' কোহলির স্ত্রী অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা কোহলির পোস্ট নিজের আইডিতে শেয়ার করে আরও কিছু তথ্য যোগ করে দিয়েছেন, 'আমি একটু যোগ করি। যদি কোহলিকে আপনার দেওয়া মেসেজের উত্তর না পান, আমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করবেন না। বুঝতে পারার জন্য ধন্যবাদ।' এর আগে টিকিটের জন্য রাহুলের কাছে মেসেজ দিলে তিনি উত্তরই দেবেন না বলে জানান, 'কেউ যদি আমাকে ম্যাচের টিকিটের জন্য মেসেজ করেন, আমি উত্তর দিব না। রূঢ়ভাবে বলছি না। আমি মূলত এসব থেকে দূরে থাকতে চাইছি, ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চাইছি। দয়া করে আমাকে কেউ টিকিটের জন্য মেসেজ দেবেন না। পরিবার ও বন্ধুবান্ধব;সবার উদ্দেশেই আমি এ কথা বলছি।'

বিশ্বকাপের ম্যাচের আগে ধরমশালায় খলিস্তানি স্লোগান

নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে হিমাচল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী শনিবার হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ম্যাচ রয়েছে। তার আগে সেখানে খলিস্তানি তৎপরতায় অস্বস্তিতে প্রশাসন। বুধবার শৈল শহরের জলশক্তি ভবনের দেওয়াল মিলল খলিস্তানি স্লোগান। ওই লেখার পাশাপাশি আঁকা হয়েছে খলিস্তানি পতাকা। জমায়েতে 'খলিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

৫ অক্টোবর বিশ্বকাপ ক্রিকেটার প্রথম ম্যাচ। আমেদাবাদে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। ৭ অক্টোবর ধরমশালায় বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের খেলা। তার আগে খলিস্তানি তৎপরতায় চিন্তায় পুলিশ। কাংড়ার পুলিশ সুপার শালিনী অগ্নিহোত্রী জানান, 'স্প্রে পেইন্ট' দিয়ে জলশক্তি ভবনের দেওয়ালে স্লোগান লেখা হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সম্প্রতি খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনায় কানাডা-ভারত সম্পর্ক তলানিতে। সেই আবহে ধরমশালার ঘটনা এদেশে খলিস্তানিদের উপস্থিতি জাহির করল। এই ঘটনার জেরে এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। উল্লেখ্য, ধরমশালাতেই রয়েছে চিন অধিকৃত তিব্বত থেকে স্বেচ্ছানির্বাচিত বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামার সদর দপ্তর। ফলে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের বার্তা দিয়েছে হিমাচল পুলিশ।

মাঠে নামার আগেই বাবরকে চ্যালেঞ্জ গিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১২ বছর পর আবার ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ। সে বার মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। রোহিত শর্মার টিম কি আবার সাফল্যের মঞ্চে উঠতে পারবে? দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ, স্বাভাবিকভেবেই বাড়তি চাপ রয়েছে 'মেন ইন ব্লু'-এর ঘাড়ে। এরই মাঝে ওডিআই ব্যাঙ্কিং পেশ করল আইসিসি। সেরা তারকাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিয়েছেন ভারতের শুভমন গিল। প্রথম স্থানে রয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম।

ব্যাটারদের মধ্যে এক নম্বরে রয়েছেন পাক অধিনায়ক বাবর আজম। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৫৭। অন্যদিকে ৮৩৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে বসে রয়েছেন গিল। বাদ নেই কোহলি-রোহিতরাও। সেরা ব্যাটারদের তালিকায় নবম স্থানে রয়েছেন কিং কোহলি। তাঁর ঝুলিতে ৬৯৬ পয়েন্ট। কোহলির থেকে এক পয়েন্ট কম নিয়ে (৬৯৫)দশম স্থান নিশ্চিত করে ফেলেছেন 'হিট ম্যান'। এ তো গেল ব্যাটিং,বোলিং-এও প্রথম দিকেই জায়গা করে নিয়েছে ভারত। এক নম্বরে রয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৬৬৯ পয়েন্ট। অলরাউন্ডেরর তালিকায় ভারতকে

জায়গা করে দিয়েছে হার্দিক পান্ডিয়া। যখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে সব দল, তখনই আইসিসির এই তালিকা যেন কিছুটা হলেও তাতিয়ে দিচ্ছে প্লেয়ারদের। পিছিয়ে পড়াদের এগিয়ে আসতে হবে, আইসিসির সেরার তালিকায় জায়গা করে নিতে খেলতে হবে আরও ভাল, এটাই এখন তাঁদের লক্ষ্য। বৃহস্পতিবার আমেদাবাদে ওডিআই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। উপমহাদেশের মাটিতে বিদেশি টিমগুলো, বিশেষ করে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা দ্রুত মানিয়ে নিতে পারছে তার উপর নির্ভর করবে সাফল্য। যে সব বিদেশি ক্রিকেটাররা দীর্ঘদিন আইপিএলে খেলছেন, তাঁরা টিমের চালিকাশক্তি হয়ে উঠবেন। এই বিশ্বকাপে ১৪-৪০ ওভার যে সব টিম ভাল পারফর্ম করতে পারবে, তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

বিশ্বকাপে প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল হলেও 'খুশি' রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: চার বছরের তপস্যা, প্রস্তুতি শেষ। এবার পরীক্ষার পালা। বৃহস্পতিবার ক্রিকেট বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। তার আগে 'ক্যাপ্টেন্স মিটে' এসে ১০ দলের অধিনায়কই জানিয়ে গেলেন, বিশ্বকাপ কাঁপানোর জন্য তাঁদের দল তৈরি।

অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স যেমন বলে দিচ্ছেন, বিশ্বকাপ মানেই ভাল খেলে অস্ট্রেলিয়া। আমরাও ভালো খেলতে প্রস্তুত। নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসনও অতীতের নক-আউটে হারের যন্ত্রণা ভুলে নতুন করে শুরু করতে চাইছেন। আর পাঁচজন অধিনায়কের মতো রোহিত শর্মারও বক্তব্য, তাঁর দল অর্থাৎ টিম ইন্ডিয়া বিশ্বজয়ের জন্য প্রস্তুত।

আসলে বিশ্বকাপে নামার আগে সবদিক থেকেই ভারতকে ফেভারিট ধরছেন বিশেষজ্ঞরা। একে তো ভারতীয় দল দুর্দান্ত ফর্মে। সদ্য এশিয়া কাপ জিতে এসেছে। তার উপর আবার রোহিত শর্মারা পাচ্ছেন ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা। দেশের মাটিতে মাঠের পরিস্থিতি, পিচ সবটা যেমন টিম ইন্ডিয়ার নখদর্পণে, তেমনই প্রতিটি স্টেডিয়ামে হাজার হাজার মানুষের সমর্থন বাড়তি শক্তি জোগাবে টিম ইন্ডিয়াকে। যদিও রোহিত শর্মা বলছেন, তহোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আমি বিশেষ ভাবছি না। এটা ঠিক যে শেষ তিনটি বিশ্বকাপ আয়োজক দেশই জিতেছে। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা বিশ্বকাপে নিংড়ে দেব। আমরা গোটা টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে চাই।দ বিশ্বকাপের আগে ভারতের শেষ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল হয়েছে বৃষ্টির জন্য। সেভাবে দেখতে গেলে এত বড় টুর্নামেন্টে নামার আগে সেভাবে প্রস্তুতির সুযোগ পাননি রোহিতরা। যদিও ভারত অধিনায়ক বলছেন, ওই প্রস্তুতি ম্যাচগুলি বাতিল হওয়ায় আসলে তিনি খুশিই। রোহিত বলছেন,দওই দিনগুলি ছুটি পেয়ে আসলে আমরা খুশিই। যা রোদ-তাপ। আমরা এমনিতেই অনেক ক্রিকেট খেলছি। এশিয়া কাপে ৪টে ম্যাচ খেলেছি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩টে ম্যাচ খেলেছি। আমরা জানি আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে।দ রোহিত জানিয়ে দিয়েছেন, দলের প্রস্তুতিতে তিনি খুশি। দলের সকলে যে ফর্মে আছেন, সেটা বেশ সন্তোষজনক।

কোহলি গর্জনে কানে তালা ওয়ার্নারদের

চেন্নাই: বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু। আগামিকাল আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ওডিআই বিশ্বকাপের উদ্বোধন। মেগা টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে জস বাটলারের ইংল্যান্ড এবং কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। ভারত বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে দিন তিনেক পর। আজ, বুধবার চেন্নাইয়ে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি-হার্দিক পান্ডিয়ারা। ৮ অক্টোবর প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ভারতের। তা হবে এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে। তাই এ বার চেন্নাইয়ে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিমও চেন্নাইতে পৌঁছে গিয়েছে। আর সেখানে পৌঁছতেই 'কোহলিখ কোহলি' গর্জন শুনে ডেভিড ওয়ার্নার, মার্নাস লাবুশেনদের কানে তালা লাগার জোগাড় হয়েছে।

আসলে, চেন্নাইয়ের বিমানবন্দর থেকে বিরাট কোহলি টিম বাসের দিকে যাওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত তাঁর অনুরাগীরা 'কোহলিখ কোহলিখ' স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর এক এক করে টিম বাসের দিকে এগিয়ে যান জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও অন্যান্য ভারতীয় ক্রিকেটাররা। টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার সময় ফের ভারতের ক্রিকেট ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। সেই সময় অজি ক্রিকেটাররা সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দুই টিমের জন্য বিরাট পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। চেন্নাই বিমানবন্দরে কোহলি গর্জন ও ভারতীয় টিমের জন্য স্লোগান বেশ ভালো মতোই কানে পৌঁছেছে ডেভিড ওয়ার্নারদের।

চেন্নাইয়ের বিমানবন্দর থেকে ভারতের টিম বাস চলে যাওয়ার পর সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের। তারপর আসে অজিদের টিম বাস। এবং তাতে উঠে পড়েন ওয়ার্নাররা। বিশ্বকাপের আগে অজিদের যে দু'টি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ছিল তার ১টি নিষ্ফলা। আর অপরটিতে পাকিস্তানকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। এই দুই প্রস্তুতি ম্যাচের আগে অবশ্য ভারতের কাছে ২-১ ব্যবধানে ওডিআই সিরিজ হেরেছিলেন কামিন্সরা। প্রসঙ্গত, যেহেতু ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ, তাই টিম ইন্ডিয়া বাড়তি সমর্থন পাবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এশিয়াডেও সোনা নীরজেরই!

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসে আবার সোনা জিতলেন নীরজ চোপড়া। বুধবার ৮৮.৮৮ মিটার বর্শা ছুড়ে সোনা জিতে গেলেন তিনি। রুপোও এল ভারতের ঘরে। ওড়িশার কিশোর জেনা ছুড়লেন ৮৭.৫৪ মিটার। ফলে একই ইভেন্ট থেকে সোনা-রুপো দুটোই এল ভারতের ঘরে। গোটা ইভেন্ট জুড়েই ভারতের দুই ক্রীড়াবিদকে পাল্লা দেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। তৃতীয় হওয়া ডিন জেঙ্কি ৮০ মিটার পেরোলেও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর থেকে পাঁচ মিটার পিছনে ছিলেন।

পদকজয়ের থেকেও যেটা সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ল, তা হল দুই ভারতীয় খেলোয়াড়দের বন্ধুত্ব। যে যখনই টপকে যাচ্ছিলেন, তখন উল্টো দিকের খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। এক সময় মনে হয়েছিল সোনা নীরজ নন, নিয়ে যাবেন কিশোরই। কিন্তু পরের থ্রোতেই নীরজ নিজের প্রতিভার পরিচয় দিলেন। সাধারণত নীরজ নিজের সেরা থ্রো-টা প্রথম তিন রাউন্ডের মধ্যেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু বুধবার তাঁর পদক এল চতুর্থ রাউন্ডের থ্রোয়ে।

স্টার্ট লিস্টে দ্বিতীয় স্থানে ছিল নীরজের নাম। চার নম্বরে ছিলেন কিশোর। নীরজের প্রথম প্রয়াস ঘিরে বেশ ঝামেলা হয়। প্রযুক্তিগত কারণে সেই প্রয়াসের পরিমাপই করা যায়নি। ফলে নীরজকে আবার ছুড়তে হয়। প্রথম প্রয়াসে তিনি ৮২.৩৮ মিটার ছোড়েন। কিশোর ছোড়েন ৮২.১৬ মিটার।

প্রথম রাউন্ডের শেষে দু'জনেই প্রথম দুটি স্থানে ছিলেন। ইভেন্ট শেষ হওয়ার আগে এক বার জায়গা বদল ছাড়া যার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

দ্বিতীয় রাউন্ডে নিজেকে ছাপিয়ে যান নীরজ। তিনি ছোড়েন ৮৪.৪৯ মিটার। কিশোরের দূরত্ব ছিল ৭৯.৭৬ মিটার। তবে এ বারও কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়। কিশোরের থ্রোকে প্রথমে 'ফাউল' বলেছিলেন আম্পায়ার। কিন্তু নীরজ এগিয়ে এসে তার প্রতিবাদ করেন। আম্পায়াররা কিশোরের থ্রো খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

নীরজের তৃতীয় রাউন্ড ফাউল হয়। ভারতের ক্রীড়াবিদ তা নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু তৃতীয় প্রয়াসেই নীরজকে টপকে যান কিশোর। তিনি ছোড়েন ৮৬.৭৭ মিটার। সেটা দেখেই নীরজ ছুটে আসেন কিশোরের দিকে। জড়িয়ে ধরেন সতীর্থ খেলোয়াড়কে। প্রথম তিনটি রাউন্ডের পর বাদ পড়েন বাকি ছ'জন খেলোয়াড়।

কিশোর তাঁকে টপকে যেতেই সেরাটা বেরিয়ে আসে নীরজের। চতুর্থ প্রয়াসে তিনি ৮৮.৮৮ মিটার ছোড়েন। কিশোরকে টপকে আবার প্রথম স্থানে চলে আসেন তিনি। এ বার ওড়িশার কিশোর এসে জড়িয়ে ধরেন নীরজকে। চতুর্থের প্রয়াসে কিশোরের দূরত্ব ছিল ৮৭.৫৪ মিটার। পঞ্চম প্রয়াসে নীরজ ৮০.৮০ মিটার বর্শা ছুড়লেও কিশোরের প্রয়াস ফাউল হয়।

নীরজের ষষ্ঠ প্রয়াস ফাউল হয়। কিন্তু তাতে তাঁর অবস্থানের কোনও বদল হয়নি। শেষ প্রয়াস ছিল কিশোরের। কিন্তু তিনি নীরজকে টপকে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করেননি। তাঁর ষষ্ঠ থ্রো ফাউল হয়। কিন্তু সে দিকে পাত্তা না দিয়ে ছুটে গিয়ে নীরজকে জড়িয়ে ধরেন। দুই ভারতীয় খেলোয়াড় একসঙ্গে উল্লাস করতে থাকেন।

দুরন্ত কোরিয়াকে থামিয়ে সোনার খুব কাছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল

হানঝাউ: স্কোরলাইন বলছে ৫-৩ এগিয়ে ভারত। দক্ষিণ কোরিয়া মরিয়া স্কোরলাইনে সমতা ফেরানোর জন্য। ম্যাচ শেষ হতে আর ৪ মিনিট বাকি। এমন সময় কিপারকে মাঠ থেকে তুলে নিল কোরিয়া টিম। সর্বস্ব দিতে, আগ্রাসী হয়ে গোল পেতে। হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারত দাঁতে দাঁত চেপে লড়ল। নির্ভুল হকির জন্য পেনাল্টি কর্নারের সুযোগ পেল না কোরিয়া। এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-৩ হারিয়েই আবার ফাইনালে উঠে পড়ল ভারত। ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসের হকি থেকে সোনা এসেছিল। জাকার্তা এশিয়ান গেমসের ফাইনালে জাপানের কাছে হেরেছিল ভারত। টানা তৃতীয় বার ফাইনালে উঠে সোনার স্বপ্ন মুঠোয় ধরতে চাইছেন হরমনপ্রীত, ললিত, অভিষেকরা।

এ বারের এশিয়ান গেমসে ভারত আক্রমণ আর রক্ষণে চমৎকার তালমেল তুলে ধরেছে। এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে সেই ছন্দেই শুরু করেছিলেন হরমনপ্রীতরা। ৫ মিনিটে ১-০ করে ফেলে ভারত। ললিত উপাধ্যায়ের শট প্রথমে সেভ করেছিলেন কোরিয়ান ডিফেন্স। কিন্তু ভাইস ক্যাপ্টেন হার্দিক সিং এগিয়ে দেন টিমকে। ১১ মিনিটে আবার নিজের ভুল শুধরে ২-০ করেন। মিনিট খানেক আগেই গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন মনদীপ। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। ১১ মিনিটে গুরযন্তের মাইনস থেকে দুরন্ত গোল মনদীপের। এই এশিয়ান গেমসে ১০টা ফিল্ড গোল করে ফেললেন মনদীপ। প্রথম কোয়ার্টার শেষ হওয়ার ঠিক আগেই ৩-০ ভারতের। ১৫ মিনিটের মাথায় কোরিয়ান বক্সে সুখজিৎকে মাইনাস করেন হরমনপ্রীত। সুখজিতের শট কোরিয়ান কিপার সেভ করে দেন। কিন্তু ফিরতি বল ধরে ফর্মে থাকা ললিত গোল করে যান।

৩-০ এগিয়ে থাকলেও কোরিয়ান-আগ্রাসন থামাতে পারেনি ভারতীয় ডিফেন্স। ৩-২ থেকে আবার ৪-২ করেন অমিত রোহিদাস। পেনাল্টি কর্নারের সময়

হরমনপ্রীত সিং মাঠে না থাকলে ড্র্যাগ ফ্লিকারের ভূমিকা পালন করেন অমিত। এই এশিয়ান গেমসে ধারাবাহিক ভাবে এই দায়িত্ব পালন করছেন অমিত রোহিদাস। পি-সি থেকেই চারটে গোল করে ফেললেন তিনি। ৪-৩এ যখন গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কোরিয়ানরা, সেই সময় ৫-৩ করেন অভিষেক। কোরিয়ার লুজ বল ধরে ব্যাকহ্যান্ডে দুরন্ত গোল। মোট আটটা গোল করলেন অভিষেক। সবই ফিল্ড গোল।

কোরিয়ানরা হাফকোর্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে হকি খেলে। বিপক্ষ টিমকে যতই আগ্রাসী হোক না কেন, ডিফেন্সিভ থার্ডে ঢোকার সুযোগ মেলে না। মাত্র চারটে ক্লাব রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। যেখান থেকে উঠে আসেন প্লেয়াররা। তাদের নিয়েই দিনের পর দিন এক ছক প্রতিপক্ষের জন্য তৈরি রাখেন কোরিয়ানরা। প্রথম কোয়ার্টারে ভারতের বিরুদ্ধে কিন্তু সেটা তুলে ধরতে পারেননি জ্যাং, জুন, লিরা। ভারতীয় টিম ৫৬ গোল দিয়ে শেষ চারে পা রেখেছেন হরমনপ্রীত, ললিত, বিবেকরা। খানিকটা চাপেই ছিলেন কোরিয়ানরা। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। নিজেদের স্ট্র্যাটেজি আঁকড়ে ধরতেই ভারতীয় টিম একটি বিভ্রান্ত হল। ০-৩ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে ২-৩ করে ফেললেন জুং মানজাই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**